৭৮৬
৯২

দাফনের পূর্বাপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬/৯২

দাফনের পূর্বাপর

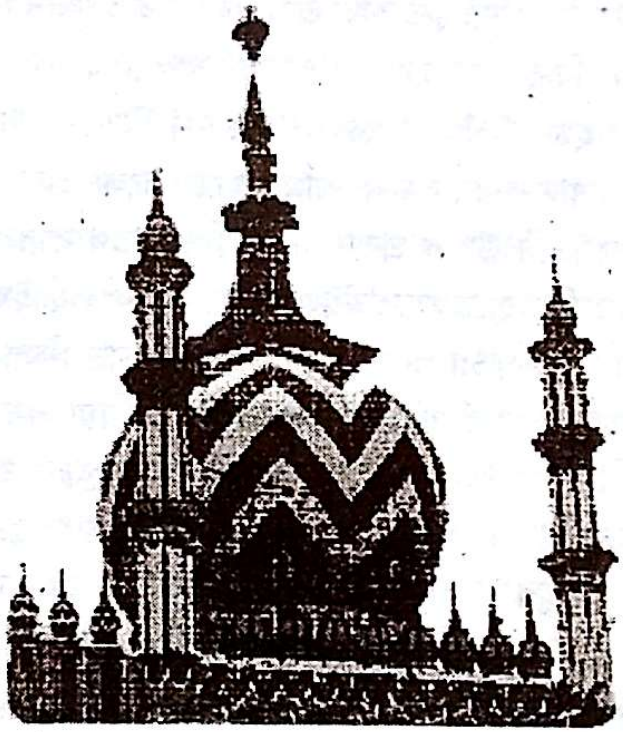

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী
বাড়ীর — ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫
মোবাইল — ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

Rs 2000

—ঃ পুর্বাভাষ ঃ—

গত ২৮ - ০৩ - ৯৩ সালে জেলা মেদনীপূর, মহিষাদল থানার অন্তরগত কাজীচকের জালসায় উপস্থিত হইয়া ছিলাম। সেখানে বিভিন্ন প্রসংঙ্গ নিয়া আলোচনা কালে জনৈক ব্যক্তি দাফনের পর কবরের নিকট আজান দেওয়া জায়েজ কিনা, জানিতে চাহিয়াছিলেন। উক্ত জালসায় আমার পরম শ্রোদ্ধেয় পীরে তরীক্বত হজরত মাওলানা কুতবুদ্দীন আখতার আল ক্বাদেরী সাহেব কিবলা দাফনের পর আজান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রাহমা র লিখিত 'ইজানুল আজার ফি আজানিল কবর' নামক পুস্তিকাটি অনুবাদ করিবার জন্য আমাকে জোরালো ভাবে পরামর্শ দিয়া ছিলেন। এবং তিনি উহার প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার আশ্বাসও দিয়াছিলেন। আমি ইহাতে সম্মত হইয়া শীঘ্র পান্ডুলিপি পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। পরে বিভিন্ন প্রকার চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কেবল কবরের আজান সম্পর্কে পুস্তিকাটি অনুবাদ না করিয়া দাফনের পূর্বাপর বিভিন্ন জরুরী মসলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে একটি পুস্তক প্রণয়ণ করিব। যাহাতে সাধারণ মানুষ বেশি উপকৃত হইবেন। তাই আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় অবসর বুঝিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি দরুদ - সালাম পাঠ করিবার পর কলম ধরিলাম। ইনশা আল্লাহ আগামী কাল হইতে পুস্তক লেখা আরম্ভ করিব।

ইতি —

গোলাম ছামদানী রেজবী

২৩/০৪/৯৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

আন্তরিক আবেদন

আমার সুন্নী ভাইগণ! নিশ্চয় আপনারা উপলব্ধি করিতেছেন যে, ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ও বেদয়াত জামায়াতগুলি সুন্নীদিগকে গোমরাহ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাইতেছে। আপনাদের আক্বীদাহ ও আমলগুলি যাহা কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে অবশ্য অবশ্যই সঠিক। সেইগুলিকে ইহারা শির্ক ও বেদয়াত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে। আপনারাও ইহাদের অপ ব্যাখ্যায় অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। এইজন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিক আবেদন করিতেছি যে, আমার সমস্ত বই পুস্তক কেবল আপনাদের হাতে থাকিলে যথেষ্ট হইবে না, বরং ব্যাপক থেকে ব্যাপক করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, আমার সমস্ত বই পুস্তক হানাফী মাযহাবের আলোকে লেখা। যদি বাতিল ফিরকাগুলির প্ররচনায় মাযহাব থেকে খানিকটা দুরে সরিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আশাকরি আমার বই পুস্তক আবার আপনাকে মাযহাবের কাছাকাছি করিয়া দিবে। সূতরাং আপনি আপনার সঞ্চয়ের একাংশ নিছক আল্লাহর অয়াস্তে বাহির করিয়া কিছু বই পুস্তক ক্রয় করতঃ দুর দুরান্তে নয়, বরং নিজের এলাকায় বিনা পয়সায় মানুষের হাতে তুলিয়া দিন। যদি ইহা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাকাত, ফিৎরা, উশুর ও কুরবানীর পয়সায় ক্রয় করিয়া বিতরণ করিয়া দিন। ইহাতে যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি আদায় হইয়া যাইবে, বরং ইহাতে স্থায়ী কাজ হইবে। আর যদি ইহাও সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের প্রেরণা দিয়া পয়সার বিনিময়ে পুস্তক পুস্তিকাগুলি প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি এতটুকু শ্রম আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো আপনি কোন দিন এই বাতিল ফিরকাগুলির শিকার হইয়া নিজের মাযহাব - তথা ঈমান থেকে সরিয়া যাইতে পারেন।

— বই পুস্তকের জন্য সরাসরি আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন।

গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পুর্বাপর ঃ

প্রকাশক ঃ —

মোহাম্মাদ ওরফ্ ইমরান উদ্দিন রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, পোষ্ট - ইসলামপুর, জেলা — মুর্শিদাবাদ

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ — ০১/০১/২০০৬

বিনিময় মূল্য ঃ —

— ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ —

ইম্পিরিয়াল বুক হাউস ঃ — ৫৬নং কলেজ ষ্ট্রীট (কোলকাতা)

মাওলানা ষ্টোর্স ঃ — শেখ পাড়া, মুর্শিদাবাদ

রেজা লাইব্রেরী ঃ — নলহাটী, বীরভূম

নূরী অ্যাকাডেমী ঃ — গাড়ীঘাট, মুর্শিদাবাদ

কালিমী বুক ডিপো ঃ — সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ

সাঈদ বুক ডিপো ঃ — দারইয়া পুর, মালদা

মুফতি বুক হাউস ঃ — রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কম্পিউটার কম্পোজ — নূর পাবলিকেশান্স,

প্রযত্নে ঃ - মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী

জরুর — মুর্শিদাবাদ, (মুবাইল — ৯৭৩৩৯৩৬৪৯৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	মুমূর্ষ ব্যক্তি	৫
২।	মুর্দার গোসলের বিবরণ	৬
৩।	কাফনের বিবরণ	৭
৪।	জানাজা লইয়া যাইবার বিবরণ	৮
৫।	জানাজার নামাজের বিবরণ	৯
৬।	জানাজার নামাজ পড়িবার বিবরণ	১২
৭।	কবরের বিবরণ	১৪
৮।	দাফনের বিবরণ	১৫
৯।	দাফনের পর তালক্বীন জায়েজ	১৮
১০।	দাফনের পর আজান	২১
১১।	আজান সম্পর্কে হাফিজ ইবনো হাজার	২১
১২।	আজান সম্পর্কে আল্লামা শামী	২২
১৩।	আজান কেবল নামাজের জন্য নয়	২৩
১৪।	আজানে দুঃখ দুর হইয়া যায়	২৩
১৫।	আজানে ভয় দুর হইয়া যায়	২৪
১৬।	আজানে শয়তান পলায়ন করে	২৪
১৭।	কবরে শয়তানের আক্রমণ	২৫
১৮।	আল্লামা নিজামীর জবাব	২৫
১৯।	কবরে বুজর্গদিগের ব্যবহৃত বস্তু	২৬
২০।	দেহবন্দীদের কবরে জুতা	২৭
২১।	আউলিয়ায় কিরামগণের কবরে চাদর ও ফুল	২৮
২২।	রোজা ও নামাজের ফিদ্‌ইয়া প্রদান	২৯
২৩।	আরো কিছু বিক্ষিপ্ত মসলা	৩০

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[মুমূর্ষ ব্যক্তি]

মানুষ যখন মৃত্যু মুখি হইবে, তখন তাহাকে ডাহিন কাত করিয়া কিবলার দিকে মূখ করিয়া শোয়ানো সুন্নাত। কিবলার দিকে পা করিয়া চিৎ করিয়া শোয়ানোও জায়েজ। কিন্তু এই অবস্থায় মাথার দিকটা সামান্য উঁচু করিয়া রাখিবে। যদি ইহাতে কষ্ট হয়, তাহা হইলে যে কোন অবস্থায় রাখা যাইবে। (শামীর সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড ১৮৯ পৃষ্ঠা, আলমগিরী ১ম খন্ড ১৪৭ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মুর্দাগনকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' শিক্ষা দাও। (মিশকাত শরীফ ১৪০ পৃষ্ঠা) এখানে 'মুর্দা' বলিতে মরনাপন্ন ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে। অধিকাংশ উলামাগণ মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কালেমা দিক্ষা দেওয়া মুস্তাহাব বলিয়াছেন। (মিরাতুল মানাজীহ ২য় খন্ড ৪৪৪ পৃষ্ঠা) মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট উচ্চস্বরে

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

'আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' পাঠ করিবে। কিন্তু তাহাকে পাঠ করিতে আদেশ করিবে না। (বাহারে শরীয়ত ৪খন্ড ১৩০পৃঃ)

ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমাহ অসীয়ত করিয়াছিলেন যে, আমার ইন্তেকালের সময় ঘর হইতে অপবিত্র মানুষ, কুকুর, প্রাণীর ফটো অর্থাৎ টাকা পয়সা বাহির করিয়া ফেলিবে। (অসায়া শরীফ ২১ পৃষ্ঠা) যখন প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে, তখন চক্ষু বন্ধ করিয়া দিবে এবং হাত, পা ও আঙ্গুলগুলি সোজা করিয়া দিবে। চক্ষু বন্ধ করিবার সময়

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ
اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَ اَسْعِدْهُ لِقَائِكَ
وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ

'বিসমিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইয়াস্‌সির আলাইহি আমরাহু অ সাহহিল আলাইহি মাবা'দাহু অ আস্‌ইদ্‌হু লিকাইকা অজয়াল মা খরাজা ইলাইহি খইরম্‌ মিন্না খরাজা আনহু' পাঠ করিবে। (শামীর সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড ১৯৩ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪খন্ড ১৩১ পৃষ্ঠা)

মুর্দা ঋ ণী হইলে অতি শীঘ্র ঋ ণ পরিশোধ করিয়া দিবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঋ ণী ব্যক্তির জানাজা পড়েন নাই। (মিশকাত শরীফ ২৫৩ পৃষ্ঠা)

মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ দেহ কাপড়ে ঢাকা থাকিলে উহার নিকট কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েজ। (শামী ২য় খন্ড ১৯৩ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪ খন্ড ১৩২ পৃষ্ঠা)

মুর্দার গোসলের বিবরণ

মুর্দার গোসল দেওয়া ফরজে কিফাইয়া। কিছু মানুষ গোসল দিলে সবার দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। (আলম গিরী ১ম খন্ড ১৪৭ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪খন্ড ১৩২ পৃষ্ঠা)

গোসল দেওয়ার নিয়ম ইহাই যে, যে তখতার উপর গোসল দিবে, প্রথম উহাতে তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার ধূনা দিবে। তার পর উহার উপর মুর্দাকে শোয়াইয়া নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিবে। ইহার পর গোসল দাতা নিজের হাতে কাপড় জড়াইয়া প্রথমে ইস্তেঞ্জা করাইবে। তারপর নামাজের ন্যায় অজু করাইবে। কিন্তু মুর্দার অজুতে প্রথমে কবজি পর্যন্ত হাত ধোয়া, কুল্লি করা ও নাকে পানি দিতে হইবে না। তবে কোন কাপড় ভিজাইয়া দাঁত, মাড়ী ও নাসিকার উপর বুলাইবে। তারপর মাথা ও দাড়ির চুল থাকিলে পাক সাবান দ্বারা ধুইবে। অন্যথায় সাদা পানি যথেষ্ট হইবে। ইহার পর বাম কাত করিয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত কুল পাতার গরম পানি বহাইয়া দিবে। যাহাতে তখতা পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়া যায়। তারপর ডান কাত করিয়া এই প্রকার পানি বহাইয়া দিবে। যদি কুল পাতার গরম পানি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাদা সামান্য গরম পানি যথেষ্ট হইবে। তারপর হেলান দিয়া বসাইবে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

খুব আস্তে পেটে হাত বুলাইবে। যদি কিছু বাহির হয়, তাহা ধুইয়া ফেলিবে। পুনরায় গোসল দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তারপর শেষে মাথা হইতে পা পর্যন্ত কর্পুরের পানি বহাইয়া দিবে। ইহার পর উহার শরীর কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা আস্তে আস্তে মুছিয়া দিবে। (আলম গিরী ১ম খন্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা, জান্নাতী জেওর ৩৩৯/৩৪০ পৃষ্ঠা)

মুর্দার দাড়ি অথবা মাথার চুলে চিরুনী করা অথবা নোখ কাটিয়া দেওয়া অথবা কোন স্থানের চুল কাটিয়া দেওয়া মাকরুহ তাহরিমী। (রদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ১৯৮ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৩৮ পৃষ্ঠা) মুর্দার দুই হাত দুই পাশে রাখিয়া দিবে। সিনার উপরে রাখিবে না। ইহা কাফেরদিগের তরীকা। (রদ্দুল মহতারের সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড ১৯৮ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৩৮ পৃষ্ঠা)

কাফনের বিবরণ

মুর্দাকে কাফন দেওয়া ফরজে কিফাইয়া। পুরুষের জন্য তিনটি কাপড় সুন্নাত। যথা — (১) - চাদর, (২) - তহবন্দ ও (৩) - কুরতা। কিন্তু তহবন্দ মাথা হইতে পা পর্যন্ত লম্বা হইতে হইবে। স্ত্রী লোকের জন্য পাঁচটি কাপড় সুন্নাত।
(১) -চাদর, (২) -তহবন্দ, (৩) -কুরতা, (৪) -উড়নী ও (৫) -সিনা বন্দ (আলম গিরী ১ম খন্ড ১৫০ পৃষ্ঠা) একদিনের শিশুকেও পূর্ণ কাফন দেওয়া উত্তম। (রদ্দুল মহতার ২য় খন্ড ২০৪ পৃষ্ঠা) যদি মুর্দার কাফন চুরি হইয়া যায় এবং মুর্দা তাজা থাকে, তাহা হইলে পুনরায় কাফন দিবে। (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৪২ পৃষ্ঠা)

কাফন পরাইবার নিয়ম ঃ — কাফনে তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার ধুনা দিয়া প্রথমে চাদর বিছাইবে। তারপর উহার উপর তহবন্দ, তারপর কুরতা বিছাইবে। ইহার পর মুর্দাকে শোয়াইবে এবং কুরতা পরাইবে। এইবার দাড়ি এবং সমস্ত শরীরে খোশবু লাগাইবে এবং সাজদার স্থানগুলিতে অর্থাৎ-মাথা, নাক, দুইহাত, হাঁটু ও পায়ে কর্পুর দিবে। ইহার পর তহবন্দ জড়াইবে। প্রথমে বাম দিক তারপর ডান দিক। ইহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর চাদর জড়াইবে। প্রথমে বাম দিক তারপর ডান দিক। তারপর মাথা ও পায়ের দিকে বাঁধিয়া দিবে, যাহাতে উড়িয়া ও খুলিয়া না যায়। স্ত্রীলোকের কাফন অর্থাৎ কুর্তা পরাইয়া উহার চুল দুইভাগ করিয়া কাফনের উপর সিনাতে রাখিয়া দিবে। উড়নী অর্ধ পিঠের নিচে হইতে বিছাইয়া মাথার উপর আনিয়া মুখের উপর পর্দার ন্যায় ফেলিয়া দিবে, যাহাতে উহার লম্বায় অর্ধ পিঠ হইতে সিনা পর্যন্ত এবং চওড়ায় এক কানের লতি হইতে দ্বিতীয় কানের লতি পর্যন্ত থাকে। (আলমগিরী ১ম খন্ড ১৫১ পৃষ্ঠা)

জানাজা লইয়া যাইবার বিবরণ

চারজন মানুষ জানাজা উঠাইয়া পরস্পর চারটি পায়াতে কাঁধ দেওয়া সুন্নাত। প্রত্যেকবার দশ কদম করিয়া হাঁটিবে। পূর্ণ সুন্নাত ইহাই যে, প্রথমে সামনের ডান দিকে। তার পর পিছনের ডান দিকে। ইহার পর সামনের বাম দিকে। তারপর পিছনের বাম দিকে। প্রত্যেকবারে দশ কদম হাঁটিবে। মোট চল্লিশ কদম হইবে। হাদীস পাকে আছে — যে ব্যক্তি জানাজা চল্লিশ কদম লইয়া যাইবে। তাহার চল্লিশটি কাবীরাহ গোনাহ ক্ষমা হইয়া যাইবে। (শামী ২য় খন্ড ২৩১ পৃষ্ঠা)

জানাজা লইয়া যাইবার সময় মাথার দিকটি সামনে থাকিবে। জানাজার সহিত স্ত্রীলোকের যাওয়া নাজায়েজ। জানাজার সামনে, ডান দিকে ও বাম দিকে যাওয়া মাকরূহ (আলমগীরি ১ম খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা)

জানাজার সঙ্গে আগুন লইয়া যাওয়া নিষেধ * — (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা)

* এখানে আগুন বলিতে আগরবাতি, ধূপ, ধুনা ইত্যাদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানাজার নামাজের বিবরণ

জানাজার নামাজ ফরজে কিফাইয়া। কোন এক ব্যক্তি পড়িলে সকলের দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। অন্যথায় যে ব্যক্তি সংবাদ পাইয়া পড়ে নাই, সে গোনাহগার হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি উহার ফরজ হওয়া অস্বীকার করিবে সে কাফের হইবে। (শামীর সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড ২০৭ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা) জানাজার নামাজের জন্য জামায়াত শর্ত নয়। এক ব্যক্তি পড়িলে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। (আমল গিরী ১ম খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা) কয়েক শ্রেণীর মানুষের জানাজার নামাজ পড়া নাজায়েজ। যথা -(১) -পিতা মাতার মধ্যে কোন এক জনের হত্যাকারী (২) — ডাকাত, যদি ঘটনা স্থলে মরিয়া যায়। (৩) — যে ব্যক্তি কয়েকজন মানুষকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে ইত্যাদি। (শামীর সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড ২১১/ ২১২ পৃষ্ঠা) আত্মহত্যাকারীর জানাজা পড়িতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৪৭ পৃষ্ঠা, জান্নাতী জেওর ৩৪৩ পৃষ্ঠা) মরা বাচ্চা প্রসব হইলে জানাজা পড়িতে হইবে না। (আলম গিরী ১ম খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা)

জানাজার নামাজে চার তাকবীর

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাবশার বাদশার ইন্তেকালের সংবাদ দিয়া সাহাবাগণকে সঙ্গে লইয়া ঈদগাহে উপস্থিত হইয়া চার তাকবীরে জানাজার নামাজ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। (বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা, মোয়াত্তায়ে ইমাম মালিক ৮৫ পৃষ্ঠা, মোয়াত্তায়ে ইমাম মোহাম্মাদ ১৭০ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ১৪৪ পৃষ্ঠা)

জানাজার নামাজ চার তাকবীরে সমাপ্ত। ইহাতে চার ইমাম একমত এবং সাহাবায়ে কিরাগণ ইহার উপর ইজমা করিয়াছেন। সুতরাং হজরত উমার আবুবাকার সিদ্দিকের প্রতি, হজরত ইবনো উমার হজরত উমারের প্রতি, হজরত হাসান ইবনো আলী হজরত আলীর প্রতি ও হজরত ইমাম হোসাইন হজরত ইমাম হাসানের প্রতি চার তাকবীরে জানাজা পড়িয়াছেন। এমনকি ফিরিশ্‌তাগণ হজরত আদাম আলাইহিস্ সালামের প্রতি চার তাকবীরে জানাজা পড়িয়াছেন। (মিরাতুল মানাজিহ ২য় খন্ড ৪৬৯ পৃষ্ঠা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জীবনের শেষ জানাজা চার তাকবীরে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। (মোসনাদে ইমাম আজম মুতার্জাম ২১০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানাজা নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَثْنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

সানা

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

দুয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَاُنْثَنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (ها) وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (ها)

বাচ্চা ও পাগলের দুয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানাজার নামাজ পড়িবার নিয়ম

প্রথমে নিয়াত এই প্রকার করিবে — আমি জানাজার নামাজের নিয়াত করিয়াছি। চার তাকবীরের সহিত। আল্লাহ তায়ালার জন্য, দোওয়া এই মাইয়েতের জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে। (মুক্তাদী আরো এতটুকু বলিবে) এই ইমামের পশ্চাতে। তারপর দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া দুই হাত নাভীর নিচে বাঁধিবে। তারপর এই সানা — 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবি হামদিকা অ তাবারা কাসমুকা অ তায়ালা জাদ্দুকা অ জাল্লা সানায়োকা অ লা ইলাহা গারুকা' পাঠ করিবে। ইহার পর হাত না উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিবে এবং যে কোন দরুদ শরীফ অথবা দরুদে ইব্রাহিমী "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিউ অ আলা আলে সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা ইব্রাহিমা অ আলা আলে সাইয়েদিনা ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিউ অ আলা আলে সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা সাইয়েদিনা ইব্রাহিমা অ আলা আলে সাইয়েদিনা ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" পাঠ করিবে। তারপর হাত না উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিবে এবং মুর্দা বালেগ হইলে এই দোওয়া "আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়েনা অ মাইয়েতিনা অ শাহিদিনা অ গাইবিনা অ সগীরিনা অ কাবীরিনা অ জাকারানা অ উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহ ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ ইহি আলাল ইসলাম অ মানতা অফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতা অফ্ফাহু আলাল ঈমান" পাঠ করিবে। ইহার পর চতুর্থ তাকবীর বলিবে এবং কোন দোওয়া পাঠ না করিয়া হাত খুলিয়া সালাম ফিরাইবে। অধিকাংশ মানুষ হাত বাঁধিয়া সালাম ফিরাইয়া থাকে, ইহা ঠিক নয়। সহি মতে হাত খুলিয়া সালাম ফিরাইতে হইবে। (খোলাসাতুল ফাতাওয়া, ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ ১ম খন্ড ৩৩৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় পাসবান ৭৮ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৫৪ পৃষ্ঠা, কানুনে শরীয়ত ১ম খন্ড ১২৭ পৃষ্ঠা, জান্নাতী জেওর ৩৪৪ পৃষ্ঠা, নিজামে শরীয়ত ৩৪০ পৃষ্ঠা, আনওয়ারে শরীয়ত ১১৮ পৃষ্ঠা)

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

যদি নাবালেগ সন্তানের জানাজা হয়, তাহা হইলে তৃতীয় তাকবীরের পর এই দোয়া ''আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাঁও অজয়ালহু লানা আজরাঁও অ জুখরাঁও অজয়ালহু লানা শাফি আঁউ অ মুশাফ্ ফাআ'' পাঠ করিবে। যদি নাবালেগ কন্যার জানাজা হয়, তাহা হইলে এই দোয়া ''আল্লাহুম্মাজ আলহা লানা ফারাতাঁও অজয়ালহা লানা আজরাঁও অ জুখরাঁও অজয়ালহা লানা শাফি আতাঁও অ মুশাফ্ ফাআহ'' পাঠ করিবে। জানাজার নামাজে তিনটি লাইন করা উত্তম। হাদীস শরীফে আছে — যাহার জানাজা তিনটি লাইনে পড়া হইয়াছে, তাহার ক্ষমা হইয়া যাইবে। যদি মোট সাতজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে একজন ইমাম হইবে। প্রথম লাইনে তিনজন, দ্বিতীয় লাইনে দুইজন ও তৃতীয় লাইনে একজন দাঁড়াইবে। (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৫৪ পৃষ্ঠা)

জানাজার নামাজে শেষ লাইনে সওয়াব বেশি। (শামীর সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড ২১৪ পৃষ্ঠা) মাগরিবের নামাজের সময় জানাজা উপস্থিত হইলে, ফরজ ও সুন্নাতের পর জানাজা পড়িবে। অন্য ফরজ নামাজের সময় আসিলে, যদি জামায়াত প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহা হইলে ফরজ ও সুন্নাত পড়িয়া জানাজা পড়িবে। ঈদের নামাজের সময় আসিলে প্রথমে ঈদের নামাজ পড়িবে। তারপর জানাজার নামাজ পড়িবে। তারপর খোতবা পাঠ করিবে। (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৫৯ পৃষ্ঠা)

বাচ্চা জীবিত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া মরিয়া গেলে উহার জানাজা পড়িতে হইবে। মৃত অবস্থায় প্রসব হইলে উহার জানাজা পড়িতে হইবে না। কিন্তু উহার নাম রাখিতে হইবে। (শামী ২য় খন্ড ২২৮ পৃষ্ঠা) মাসজিদে জানাজার নামাজ পড়া মাকরুহ তাহারিমী। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৫৮ পৃষ্ঠা) মাকরুহ সময়ের মধ্যে যদি জানাজা আসিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সময়ে জানাজার নামাজ পড়া নাজায়েজ ও মাকরুহ হইবে না। যদি জানাজা পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং বিনা কারণে বিলম্ব করিয়া মাকরুহ সময়ে নিয়ে আসা হয়, তাহা হইলে ঐ সময়গুলিতে জানাজার নামাজ পড়া মাকরুহ হইবে। (রদ্দুল মুহতার ১ম খন্ড পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ড ২১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবরের বিবরণ

কবর দুই প্রকার। লাহাদ ও সিন্দুক। হজরত উর্ওয়াহ বিন জুবাইর রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হয়িাছে, — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য 'লাহাদ' তৈরী করা হইয়াছিল। এবং হজরত আমির বিন সায়াদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত সায়াদ বিন আবু ওকাস রাদি আল্লাহু আনহু তাঁহার দাফনের জন্য লাহাদ তৈরী করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। (মিশকাত শরীফ ১৪৮ পৃষ্ঠা) অনুরূপ হজরত বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য লাহাদ তৈরী করা হইয়াছিল। (মোসনাদে ইমাম আজম মুতার্জাম ২১১ পৃষ্ঠা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন যে, 'লাহাদ' আমাদের জন্য এবং 'সিন্দুক' আহলে কিতাবদের জন্য। (কাঞ্জুদ্ দাক্বায়েক্ব ৫৩ পৃষ্ঠা টিকা নং ৪) ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রহমা র নিকট 'লাহাদ' সুন্নাত। (আলম গিরী ১ম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা, শামী ২য় খন্ড ২৩৪ পৃষ্ঠা, কাজীখান ১ম খন্ড পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা)

যদি মাটি নরম হয় এবং লাহাদ তৈরী করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে 'সিন্দুক' করায় দোষ নাই। বরং উলামায়ে কিরামগণ মুস্তাহ্সান বলিয়াছেন। (বাহরুর্রায়েক ২য় খন্ড ১৯৩ পৃষ্ঠা) কবরের গভীরতা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। সর্বাধিক সহীহ্ মতে কমপক্ষে মুর্দার অর্ধ পরিমাণ ও মধ্যম অবস্থায় সিনা পর্যন্ত এবং উত্তম ইহাই যে, মুর্দার সমান গভীর হইবে। (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা) ফাতাওয়ায় আলম গিরী ১ম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠায় আছে, — কবরের গভীরতা মধ্যম সাইজ মানুষের সীনা পর্যন্ত হওয়া উচিৎ এবং উহা হইতে বেশি হইলে উত্তম। আল্লামা হাসকাফী বলিয়াছেন, — মুর্দার অর্ধ পরিমাণ গভীর করিতে হইবে। ইহার বেশি গভীর করা উত্তম। (শামীর সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড পৃষ্ঠা)

লাহাদ ঃ — কবর সম্পূর্ণ খনন করিবার পর উহার কিবলার দিকে মুর্দা শোয়াইবার মত গর্ত খনন করিতে হইবে।

সিন্দুক ঃ — কবরের মাঝখানে নহরের ন্যায় একটি গর্ত খনন করিতে হইবে। (আলম গিরী ১ম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা, শামী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাফনের বিবরণ

অধিকাংশ স্থানে মুর্দাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কেবল মুখটি কিবলার দিকে ঘুরাইয়া দিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভূল ও সুন্নাতের বিপরীত। মুর্দার সম্পূর্ণ দেহ কিবলার দিকে কাইত করিয়া দেওয়া সর্ব সম্মতিক্রমে সুন্নাত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র দেহ কবর শরীফে কাইত করিয়া রাখা হইয়াছে। (ফতহুল ক্বদীর ৩য় খন্ড ৯৫ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ ৪ খন্ড পৃষ্ঠা, খতবাতে মুহার্রাম ৫৪ পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ২৩০ পৃষ্ঠা)

জনৈক ব্যক্তির দাফনের সময় সয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুকে কাইত করিয়া শোয়াইতে আদেশ করিয়া ছিলেন। (আল্ মো'তাসারুজ জরুরী ৫৪ পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ২৩০ পৃষ্ঠা)

হানিফী মাজহাবের সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলিতে কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। যথা, কাজীখান ১ম খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা, আলম গিরী ১ম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতারের সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা, বাহরুর্রায়েক ২য় খন্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা, কাঞ্জুদ্ দাকায়েক ৫৩ পৃষ্ঠা, টিকা নং — ৭, বাদায়েউস্ সানায়ে ১ম খন্ড ৩১০ পৃষ্ঠা, নূরুল ইজাহ মুতার্জাম ২২৩ পৃষ্ঠা, হিদায়া ১ম খন্ড ১৫৮ পৃষ্ঠা, শরহে অকায়া ১ম খন্ড ২১০ পৃষ্ঠা, টিকা নং — ৩, শামী ২য় খন্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা। চার মাজহাবের ইমামগণ এই সমলাতে এক মত। যথা, শাফয়ী মাজহাবের অন্যতম কিতাব মিনহাজুত্ তালেবীন ২৮ পৃষ্ঠায় কাইত করিয়া রাখিতে হইবে বলা হইয়াছে।

উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগের সহিত দেওবন্দীদের বহু মসলাতে দ্বিমত রহিয়াছে। কিন্তু মুর্দাকে কাইত করিয়া শোয়ানোর ব্যাপারে সবাই এক মত। যথা, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব 'ফাতাওয়ায় রশীদিয়াতে' ২২৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ খানা কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া কাইত করাকে সুন্নাত প্রমাণ করিয়াছেন। অনুরূপ মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব 'বেহেশ্তী গাওহার' কিতাবের ৮৯ পৃষ্ঠায় ও 'আগলাতুল আওয়াম' কিতাবের ৭৬ পৃষ্ঠায় কাইত করিববার কথা বলিয়াছেন। মাওলানা মুখতার আলী সাহেব 'আশরাফুল ইজাহ' কিতাবের ২১২ পৃষ্ঠাতে কাইত

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিবার কথা বলিয়াছেন। অনুরূপ 'ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ' ২য় খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠায় কাইত করিতে বলা হইয়াছে। উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কয়েক খানা প্রামাণ্য কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি। যথা, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খন্ড ৪ পৃষ্ঠা —' আলমালফুজ খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ৭৫, বাহারে শরীয়ত খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৩০, কানুনে শরীয়ত খন্ড ১ পৃষ্ঠা ১২৯, নিজামে শরীয়ত পৃষ্ঠা ৩৪৭, ইমাম আহমাদ রেজা রাদী আল্লাহু আনহু তাহাকে কাইত করিয়া শোয়াইবার জন্য অসিয়ত করিয়াছিলেন। (অসায়া শরীফ ৯ পৃষ্ঠা) কয়েক খানা বাংলা পুস্তকের উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি। যথা, মকছোদোল মোমেনিন১৬৯ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় ছিদ্দিকিয়া ১ম খন্ড ২০০ পৃষ্ঠা, মসলা ভান্ডার ৫ম খন্ড, পুস্তকটি হাতে না থাকিবার কারণে পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা সম্ভব হইলনা। সাপ্তাহিক মোজাদ্দেদ ২য় পৃষ্ঠা, ৭ই জুন সংখ্যা ১৯৯০ সাল। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব 'খোলাসা' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া কাইত করিবার কথা লিখিয়াছেন। ' দাফন কাফনের বিস্তারিত মাসায়েল সম্ভবতঃ ২০ পৃষ্ঠা। এক কথায় মুর্দাকে কাইত করিয়া শোয়ানোর ব্যাপারে কাহারো মতভেদ নাই। তবুও কিছু নির্বোধ দেওবন্দী ও ফুরফুরা পন্থী আলেম ইহার বিরোধীতা করিয়া থাকেন। মুর্দাকে কবরে রাখিবার সময়

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

"বিস্‌মিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ" বলিবে। (শারহে অকায়া ১ম খন্ড ২১০ পৃষ্ঠা) অন্য বর্ণনায় আছে بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

"বিস্‌মিল্লাহি অ আলা সুন্নাতি রাসুলিল্লাহ"। (আল আজকার ১৩৬ পৃষ্ঠা) আরো একটি বর্ণনায় আছে بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

"বিস্‌মিল্লাহি অ বিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ"। (মিশকাত শরীফ ১৪৮ পৃষ্ঠা) আরো একটি বর্ণনায় 'বিসমিল্লাহ' এর পর 'অফি সাবিল্লিাহ' শব্দ আসিয়াছে। (রদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ২৩৫ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাটি দেওয়ার নিয়ম

তখতা লাগাইবার পর মাটি দিতে হইবে। মুস্তাহাব ইহাই যে, মাথার দিক দিয়া দুই হাতে তিনবার মাটি দিবে। প্রথম বারে 'মিনহা খালাক্বনাকুম' দ্বিতীয় বারে 'অ ফিহা নুইদুকুম' তৃতীয় বারে 'অ মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা' বলিবে। (আল আজকার ১৩৭ পৃষ্ঠা, মিরাতুল মানাজিহ ২য় খন্ড ৪৯৪ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা) অন্য বর্ণনায় আছে, — প্রথম বারে 'আল্লাহুম্মা জাফিল আর্দা আন জাম্বাইহি, দ্বতীয় বারে আল্লাহুম্মাফ তাহ আবওবাস সামায়ী লিরুহিহী' তৃতীয় বারে 'আল্লাহুম্মা জাব্বিজহু মিন হুরিল ঈন' বলিবে। মুর্দা স্ত্রী লোক হইলে তৃতীয় বারে 'আল্লাহুম্মা আদখিল হাল জান্নাতা বিরাহ মাতিকা' বলিবে। (রদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)

দাফনের পর মুস্তাহাব

দাফনের পর কবরের মাথার দিকে সূরা বাকারার প্রথমাংশ 'আলিফ লাম মিম' হইতে মুফলিহুন' পর্যন্ত এবং কবরের পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষাংশ 'আমানার রাসুলু' হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে। ইহা মুস্তাহাব। (আল আজকার ১৩৭ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ১৪৯ পৃষ্ঠা) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলিয়াছেন, — যখন কবর স্থানে যাইবে। তখন সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করিয়া মুর্দাদিগের জন্য সওয়াব রেসানী করিবে। (মিরাতুল মানাজী ২য় খন্ড ৪৯৮ পৃষ্ঠা) হজরত উমার বিন আস রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহার পুত্রকে অসীয়ত করিয়াছিলেন যে, একটি উটের বাচ্চা জবাই করিয়া মাংস বিতরণ করিতে যতক্ষন সময় লাগে, ততক্ষন সময় তোমরা আমার কবরের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিবে। (মিশকাত শরীফ ১৪৯ পৃষ্ঠা)

দাফনের পর কবরের নিকট কোরাণ শরীফ তিলাওয়াত করা, মুর্দার জন্য দোয়া করা, ওয়াজ করা ও আউলিয়ায়ে কিরামগণের জীবনী আলোচনা করা মুস্তাহাব। (আল আজকার ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দাফনের পর 'তালক্বীন' জায়েজ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন —

اِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِّنْ اِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَلْيَقُمْ اَحَدُكُمْ عَلٰى رَأْسِ قَبْرِهٖ ثُمَّ لْيَقُلْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ يَسْمَعُهٗ وَلَا يُجِيْبُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ يَسْتَوِىْ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُوْلُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ يَقُوْلُ اَرْشَدَكَ اللّٰهُ رَحِمَكَ اللّٰهُ وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ فَلْيَقُلْ اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّ بِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً فَاِنَّ مُنْكَرًا وَّ نَكِيْرًا يَا خُذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهٖ يَقُوْلُ اِنْطَلِقْ لَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتَهٗ فَيَكُوْنَ حَجِيْجُهٗ دُوْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ يُعْرَفْ اِسْمُ اُمِّهٖ قَالَ فَلْيَنْسُبْهُ اِلٰى حَوَّآءَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

যখন তোমাদের কোন ভাই ইন্তেকাল করিবে এবং তোমারা উহার দাফন করিয়া দিবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেহ উহার কবরের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া বলিবে— হে অমুকের পুত্র অমুক! সে ইহা শুনিতে পাইবে কিন্তু উত্তর দিবে না। আবার বলিবে, হে অমুকের পুত্র অমুক! এইবারে সে সোজা হইয়া বসিবে। আবার বলিবে— আল্লাহ তোমাকে হিদায়েত করেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করেন। কিন্তু তোমরা ইহা অনুভব করিতে পারিবেনা। এইবার বলিবে- উজকুর মা খরাজতা আলাইহে মিনাদ দুনইয়া শাহাদাতা আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রাসুলুহু অ আন্নাকা রদীত্ত বিল্লাহি রব্বাঁউ অবিল ইসলামে দিনাঁউ অবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নাবীয়াঁউ অবিল কুরআনে ইমামাঁউ অবিল কা'বাতি কিবলাতান। অতঃপর মুনকার ও নাকীর একে অপরের হাত ধরিয়া বলিবেন চলুন, আমরা ইহার নিকট বসিব না, যাহার দলীল শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি মুর্দার মাতার নাম জানা না থাকে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, হজরত হাওয়া আলাইহিস্ সালামের দিকে সম্বোধন করিবে। (রুহুল বায়ান ৫ম খন্ড ১৮৭পৃষ্ঠা) তালক্বীনের উল্লেখিত হাদীসটি কিছু ভাষা পরিবর্তণ হইয়া আরো বিভিন্ন কিতাবে আসিয়াছে। যথা, আল্ আজকার ১৩৮ পৃষ্ঠা, শারহুস্ সুদুর ৪৪পৃষ্ঠা, গুনিয়া তুত্তালিবীন মুতার্জাম ৫৮৫ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৬৬পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে—

يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اُذْكُرْ دِيْنَكَ الَّذِىْ كُنْتَ عَلَيْهِ شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَاَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِا للّٰهِ رَبًّا وَبِا لْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَ بِالْقُرْآنِ اِمَامًا وَّ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাফনের পর নিম্নরূপ ভাষায় তালক্বীন করিতে আদেশ করিয়াছেন — "হে অমুকের পুত্র অমুক, "উজকুর দ্বীনাকাল্লাজী কুনতা আলাইহে মিন শাহাদাতে আল্লা ইলাহা ইল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্ অ আন্নাল জান্নাতা হাক্কুন অন্নারা হাক্কুন অ আন্নাল বা'সা হাক্কুন সাআতা আতিয়াতুন লা রাইবা ফিহা অ অন্নাল্লাহা ইয়াব আসু মান ফিল কুবুর অ আন্নাকা রাদীতা বিল্লাহি রাব্বাঁউ অবিল ইসলামে দ্বীনাঁউ অবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামা নাবীয়াঁউ অবিল কুরআনে ইমামা অবিল কা'বাতে কিবলাতাঁউ অবিল মুমিনীনা ইখওয়ানা" (শামী ২য় খন্ড ১৯১ পৃষ্ঠা) উলামায়ে আহলে সুন্নাত দাফনের পর তালক্বীন করা জায়েজ বলিয়াছেন। একমাত্র মোতাজিলা সম্প্রদায় ইহার বিপরীত মত পোষন করিয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাফনের পর আজান জায়েজ

উলামায়ে আহলে সুন্নাত দাফনের পর আজান দেওয়া জায়েজ — মোস্তাহাব বলিয়াছেন। যথা, ফাতাওয়ায় রাজবীয়া শরীফ ২য় খন্ড ৪৬৪ পৃষ্ঠা, নুজহাতু কারী শরহে বোখারী ৩ খন্ড ১০৩ পৃষ্ঠা, মিরাতুল মানাজীহ ১খন্ড ৪০০পৃষ্ঠা/ ২খন্ড ৪৯৭ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৩ খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা, কানুনে শরীয়ত ১ খন্ড পৃষ্ঠা , নিজামে শরীয়ত ৭৪ পৃষ্ঠা, জান্নাতী জেওর ২৭৫ পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৮ পৃষ্ঠা, ইসলামী জিন্দেগী ১১৪ পৃষ্ঠা, আনওয়ারে শরীয়ত ৩৯ পৃষ্ঠা, জায়াল হক্ব ১ খন্ড ৩৭১ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমাহ দাফনের পর আজান সম্পর্কে স্ববিস্তারে একটি সতন্ত্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। যথাক্রমে পুস্তিকাটির নাম হইল ''ইজানুল আজ্‌র ফি আজানিল কব্‌র''। তিনি তাঁহার দাফনের পর আজান দেওয়ার জন্য অসীয়তও করিয়াছিলেন। (অসায়া শরীফ ১০ পৃষ্ঠা)

আজান সম্পর্কে হাফিজ ইবনো হাজার

হাফিজ ইবনো হাজার আসকালানীর কোন উক্তি হানিফীদিগের জন্য দলীল হইতে পারে না। কারণ, তিনি যেমন শাফয়ী মাজহাব অবলম্বী ছিলেন, তেমনই হানিফী মাজহাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করিয়া তিনি তাহার কিতাব সমুহে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করতঃ হানিফী মাজহাবের বিরোধীতা করিয়াছেন। (জাফরুল মুহাস্‌সিলীন বে আহওয়ালিল মুসান্নিফীন ১৬৫ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, হাফিজ ইবনো হাজার দাফনের পর আজান দেওয়া কোনো সময় নাজায়েজ বলেন নাই। কেবল, তিনি উক্ত আজানটির সুন্নাত হওয়াকে অস্বীকার করতঃ বেদআত বলিয়াছেন। এবং তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যে উহাকে সুন্নাত ধারণা করিয়াছে সে ভূল করিয়াছে। (রদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ২৩৫ পৃষ্ঠা) কারণ, শাফয়ী মাজহাবের একাংশ উলামায়ে কিরাম দাফনের পর আজান দেওয়া সুন্নাত বলিয়া থাকেন। (রদ্দুল মুহতার ১খন্ড ৩৮৫ পৃষ্ঠা) যেহেতু শাফয়ী মাজহাবের একাংশ আলেম উক্ত

আজানকে সুন্নাত বলিয়া থাকেন। সেইহেতু ইবনো হাজার সুন্নাতের বিরোধীতা করিয়া বেদআত বলিয়াছেন। অতএব, এই স্থানে 'দেআত' এর অর্থ নাজায়েজ — হারাম নয়। বহু বেদআত এমনই রহিয়াছে, যেগুলি মুস্তাহাব ও সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। যদি তর্কের খাতিরে মুহূর্ত কালের জন্য ইবনো হাজারের উক্তিকে নাজায়েজ অর্থে গ্রহণ করা হয়। তথাপিও দাফনের পর আজান নাজায়েজ হইবে না। কারণ, তাঁহার উক্তি আদৌ দলীল ভিত্তিক নয়। বরং ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত। ইসলামের সংবিধান হইল "প্রত্যেক জিনিষ মুলতঃ হালাল" (তাফসীরাতে আহমাদীয়া ৪১ পৃষ্ঠা, শামী ১ খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠা) উহা হারাম প্রমাণ করা তো দুরের কথা মাকরুহ তানজিহী প্রমাণ করিতে হইলে দলীলের প্রয়োজন হইবে।

আজান সম্পর্কে আল্লামা শামী

হানাফী মাজহাবের জগৎ বিখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনো আবিদীন শামী 'রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট দাফনের পর আজান দেওয়া জায়েজ। অবশ্য তিনি উহার সুন্নাত হওয়া স্বীকার করেন নাই। যথা, তিনি তাঁহার জগৎ বিখ্যাত কিতাব ফাতাওয়ায় শামী — রদ্দুল মুহতারের দ্বিতীয় খন্ডে ২৩৫ পৃষ্ঠায় সুন্নাত হওয়ার বিরোধীতা করতঃ বলিয়াছেন, "মুর্দাকে কবরে নামাইবার সময় আজান দেওয়া সুন্নাত নয়"। আল্লামা শামীর উক্তি হইতে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, তিনি জায়েজ হইবার স্বপক্ষে ও সুন্নাত হইবার বিপক্ষে ছিলেন। অন্যথায় তিনি "সুন্নাত নয়" না বলিয়া "জায়েজ নয়" বলিতেন। আল্লামা শামীর "সুন্নাত নয়" উক্তি হইতে নাজায়েজ প্রমাণ করিতে যাওয়া এক প্রকারের গোমরাহী ও মুর্খামী ছাড়া কিছুই নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আজান কেবল নামাজের জন্য নয়

আজান কেবল নামাজের জন্য নয়। বরং নামাজ ছাড়া আরো বহু স্থানে আজান দেওয়া জায়েজ রহিয়াছে। যথা,

(১) — সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে।
(২) — দুঃখিত ব্যক্তির নিকট।
(৩) — মৃগী রুগীর কানে।
(৪) — রাগান্বিত ব্যক্তির কানে।
(৫) — যে মানুষ অথবা পশুর অভ্যাস খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহার সম্মুখে।
(৬) — সৈনিকদের যুদ্ধের সময়।
(৭) — আগুন লাগিয়া যাইবার সময়।
(৮) — মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামাইবার সময়।
(৯) — জিনের উপদ্রবের সময়।
(১০) — মুসাফির রাস্তা ভূলিয়া গেলে। (দুর্রে মুখতার ও শামী ১খন্ড ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

আজানে দুঃখ দুর হইয়া যায়

হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে দুঃখিত অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন — হে আবু তালেবের পুত্র! তোমাকে দুঃখিত অবস্থায় দেখিতেছি। তুমি তোমার কানেতে আজান দেওয়ার জন্য কাহার আদেশ কর। কারণ, আজান দুঃখ দুর করিয়া থাকে। (মসনাদুল ফিরদাউস, সংগৃহীত জায়াল হক্ব খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৭৫)

ইনশা আল্লাহ, দাফনের পর আজানের বর্কাতে মুর্দার অন্তরের দুঃখ দুর হইবে এবং শান্তি উপভোগ করিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আজানে ভয় দুর হইয়া যায়

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন। হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম হিন্দুস্তানের সরন্দীপ নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া ভয় পাইয়াছিলেন — (তাঁহার ভয় দুর করিবার জন্য) হজরত জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম অবতীর্ণ হইয়া আজান দিয়াছিলেন। (খাসায়েসে কোবরা ১ম খন্ড ৮ পৃষ্ঠা) ইহজগতে অবতীর্ণের পর আজানে যেমন হজরত আদমের ভয় দুর হইয়াছে। ইনশা আল্লাহ, তেমন পরজগতে পদার্পণের পর আজানে মুর্দার ভয় দুর হইবে।

আজানে শয়তান পলায়ন করে

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন — যখন মুয়াজ্জিন আজান দিয়া থাকে, তখন শয়তান বাতকর্ম করিতে করিতে পলায়ন করিয়া থাকে। (বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ৮৫ পৃষ্ঠা) হজরত জাবির রাদী আল্লাহ আনহু হইতে বর্নিত হাদীসে রহিয়াছে যে, শয়তান আজান শুনিয়া 'রুহা' নামক স্থান পর্যন্ত পলায়ন করিয়া থাকে। হজরত জাবির বলিয়াছেন যে, মদীনা হইতে 'রুহা' ছত্রিশ মাইলের ব্যবধান। (মুসলিম খন্ড ১ পৃষ্ঠা ১৬৭)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবরে শয়তানের আক্রমন

ইমাম তিরমিজী 'নাওয়াদিরুল উসুল' এর মধ্যে হজরত সুফিয়ান সাউরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন মুর্দাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তোমার প্রতি পালক কে? তখন শয়তান উহার নিকট প্রকাশ হইয়া নিজের দিকে ইংগিত করিয়া বলিয়া থাকে "আমি তোমার প্রতিপালক"। (ইজানুল আজারফি আজানিল কবর পৃষ্ঠা ৩, জায়াল হক খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৭৫) নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী তৃতীয় খন্ডে ১০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হাদীসটি হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। মোমেনের মহা শত্রু শয়তান। ঈমান মোমেনের অমুল্য সম্পদ। শয়তান শেষ আক্রমন স্বরূপ কবরে উপস্থিত হইয়া মো'মেনের অমুল্য ঈমানকে ছিনাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইনশা আল্লাহ, দাফনের পর আজান দিলে শয়তান ছত্রিশ মাইল দুরে পলায়ন করিবে এবং মুর্দা মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তর সহজে দিতে পারিবে।

আল্লামা নিজামীর জবাব

হজরত আল্লামা মুশ্তাক আহমাদ নিজামী আলাইহির রহমাহ ভারত বর্ষের অন্নতম মুনাজির — তর্কবাগিস ছিলেন। কয়েকটি মুনাজারাতে উলাময়ে দেওবন্দকে শোচনীয় ভাবে পরাজি ত করিয়াছিলেন। ১৯৭৫ সালে নাগপুরের একটি সভায় হজরত আল্লামা উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কয়েকদিন পূর্বে দারুল উলুম দেওবন্দের সফীর মাওলানা ইরশাদ আহামাদ সাহেব এক সভায় কবরের আজান সম্পর্কে ব্যাঙ্গ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, সুন্নীদিগের কবরে শয়তান প্রবেশ করিয়া থাকে। তাই তাহারা আজান দিয়া শয়তানকে বিতাড়িত করিয়া থাকে। দেওবন্দীদের কবরে শয়তান প্রবেশ করেনা। তাই আমরা আজান দেওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করিনা। ইহার জবাবে আল্লামা নিজামী বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু শয়তান মো'মেনকে গোমরাহ করিয়া থাকে। সেহেতু সে সুন্নীদিগের কবরে প্রবেশ করিয়া থাকে। কারণ, সে জানে যে, কবরে একজন মো'মেন

শুইয়া রহিয়াছেন। তাই তাহাকে গোমরাহ করিবার উদ্দেশ্য তথায় উপস্থিত হইয়া থাকে। মো'মেন দিগের এই পরম শত্রু শয়তানকে বিতাড়িত করিবার জন্য সুন্নীগন আজান দিয়া থাকেন। ইহা অতিসত্য যে, শয়তান দেওবন্দীদের কবরে প্রবেশ করেনা। কারণ, সে জানে যে, কবরে আমার মত একজন বেঈমান -কাফের শুইয়া রহিয়াছে। আমি যাহা করিয়া থাকি, এ বেচারাও তাহা করিত। অতএব, উহার নিকট যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যেহেতু দেওবন্দীদের কবরে শয়তান প্রবেশ করিয়া থাকেনা, সেহেতু তাহারা আজান দেওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধী করিয়া থাকে না। (সারাংশ, দেওবন্দ কা নয়া দ্বীন পৃষ্ঠা ১২৭/১২৮)

কবরে বুজর্গদিগের ব্যবহৃত বস্তু

সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ব্যবহৃত বস্তু অসীলা স্বরূপ কবরে লইয়া গিয়াছেন। যথা, হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নোখ ও চুল মোবারক তাঁহার চোখে ও মুখে রাখিতে অসীয়ত করিয়াছিলেন। (ফায়দানে সুন্নাত ৫৩১পৃষ্ঠা, জায়াল হক্ব ১ম খন্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা) স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজের তহবন্দ শরীফ হজরত জায়নাবের কাফনের মধ্যে রাখিয়া ছিলেন। (মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা) এই সমস্ত হাদীসের ভিত্তিতে উলামাগণ বুজর্গদিগের ব্যবহৃত বস্তু ও 'দোয়ায় আহাদ নামা' প্রভৃতি কবরে রাখা জায়েজ বলিয়াছেন। শায়েখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দিস আলাইহির রহমাহ বলিয়াছেন যে, তাহার পিতা হজরত সাইফুদ্দীন ক্বাদেরী ইন্তেকালের সময় অসীয়ত করিয়াছিলেন যে, প্রার্থনা মুলক কিছু কবিতা লিখিয়া আমার কাফনে রাখিয়া দিবে। (আখবারুল আখ্ইয়ার, জায়াল হক্ব ১খন্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা) ইমাম তিরমিজী 'নাওয়াদেরুল উসুল' এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (আহাদ নামা সম্পর্কে) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া কোন পরচাতে লিখিয়া মুর্দার কাফনের নিচে সিনার উপর রাখিয়া দিবে। তাহার কবরে আজাব হইবে না এবং মুনকার ও নাকীর সামনে আসিবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পুর্বাপর ঃ

لَا اِلٰـــــــــهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَـــــــرُ

لَا اِلٰـــــهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْـــدَهٗ لَا شَـــرِيْكَ لَـــهٗ

لَا اِلٰـــهَ اِلَّا اللّٰهُ لَـــهُ الْـمُـلْكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

দোয়াটির উচ্চারণ — "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অলা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আজীম" (আল হারফুল হাসান ফিল কিতাবাতে আলাল কাফন ৪ পৃষ্ঠা) কবরে আহাদ নামা ইত্যাদি রাখিবার নিয়ম — পশ্চিম দেওয়ালে মাথার দিকে একটি তাক তৈরী করিয়া সেখানে রাখিয়া দিবে। (মাজমুয়ায় ফাতায়া খন্ড —,পৃষ্ঠা —, বাহারে শরীয়ত খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৩২)

দেওবন্দীদের কবরে জুতা

আমরা কবরে 'দোয়ায়ে আহাদনামা' ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের 'জুতার নক্শা শরীফ দিয়া থাকি। এলাকায় বেদ্বীন দেওবন্দী আলেমদের ইংগিতে সাধারণ মানুষ বিদ্রুপ করিয়া বলিয়া থাকে যে, বেরেলবীরা কবরে সার্টিফিকেট দিয়া থাকে। এই সমস্ত বেদ্বীন ও নাদানদের নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ। "হজরত মাওলানা আশরাফআলী সাহেব মাদ্দাজিল্লাহ একবার (রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন — হজরত কবরে শাজারাহ রাখা জায়েজ ? হজরত (গাঙ্গুহী) বলিলেন -হ্যাঁ,কিন্তু মাইয়েতের কাফনে নয়, তাক খনন করিয়া রাখিয়া দিবে। তারপর হজরত মাওলানা বলিলেন, শাহ গোলাম আলী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কোন একজন মুরীদ ছিলেন যাহার নিকট শাহ সাহেবের জুতা ছিল। লোকটি ইন্তেকালের সময় শাহ আব্দুল গণী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কে অসীয়ত করিয়াছিলেন যে, এই জুতা

আমার কবরে রাখিয়া দিবেন। সুতরাং অসীয়ত অনুযায়ী রাখাও হইয়া ছিল। ইহাতে মৌলবী নাজীর হোসাইন প্রমুখগণ শাহ সাহেবকে বিদ্রুপ করিয়া বলেন - বলুন, জুতাতে কতটা অপবিত্র লাগিয়াছিল? আবার কেহ জিজ্ঞাসা করিত, কতটা কাদা ছিল? ইহাতে শাহ সাহেব বলিয়া ছিলেন, যদি এই কাজ নাজায়েজ হইত, তাহা হইলে আমাকে দলীল দিয়া বুঝাইয়া দিতেন। ঠাট্টা বিদ্রুপ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যাক, তোমাদের নিকটে আর কখন বসিবনা। নিয়ম ইহাই ছিল যে, জুমার নামাজের পর মানুষ মসজিদে বসিত। ইহার পর শাহ সাহেবের কোন শিষ্য 'জারবুন নিয়াল আলা রউসিল জুহহাল' (অর্থাৎ জাহেলদের মস্তকে জুতার মার) নামক পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্যদের কর্ম হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বুজর্গ দিগের তাবারুকাত (ব্যবহৃত বস্তু) কবরে লইয়া যাওয়া জায়েজ। এই পুস্তিকাটি দেখিয়া অস্বীকার কারীরা লজ্জিত হইয়াছিল"। (তাজকিয়াতুর রশীদ ২খন্ড ২৯০ পৃষ্ঠা)

আউলিয়াগণের কবরে চাদর ও ফুল

হানাফী মাজহাবের জগৎ বিখ্যাত আলেম আল্লামা শামী আউলিয়ায়ে কিরাম গণের মাজারে চাদর দেওয়া জায়েজ বলিয়াছেন। (রদ্দুল মুহতার ৬ খন্ড ৩৬৩ পৃষ্ঠা) অনুরূপ আল্লাম ইসমাইল হাক্কী আলাইহির রাহমাহ উলামা ও আউলিয়াদিগের মাজারে চাদর ইত্যাদি দেওয়া জায়েজ বলিয়াছেন। (রুহুল বায়ান ৩ খন্ড ৪০০ পৃষ্ঠা)

আউলিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মানুষের কবরে ফুল দেওয়া জায়েজ। ইবনো আবিদ্ দুন্ইয়া ও জামেউল খুল্লান হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে সনদ সহ বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কবরে ফুল দিবে, আল্লাহ তায়ালা ফুলের তাসবীহের বর্কাতে মুর্দাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ফুল দাতার আমল নামাতে সওয়াব লিখিবেন। (শারহে বরয়াখ, সংগৃহীত 'ঝরী' মাসিক পত্রিকা দিল্লী হইতে ছাপা, ৩৩পৃষ্ঠা, জুন সংখ্যা, ১৯৮৮ সাল) হানিফী মাজহাবের জগৎ বিখ্যাত কিতাব আলাম গিরী ৪র্থ খন্ড কবর জিয়ারতের বিবরণে কবরে ফুল দেওয়া উত্তম বলা হইয়াছে। অনুরূপ আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ২৪৫ পৃষ্ঠায় কবরে আস বৃক্ষের শাখা ইত্যাদি দেওয়া উত্তম বলিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রোজা ও নামাজের ফিদ্‌ইয়া প্রদান

মুর্দার জীবনে যে সমস্ত নামাজ ও রোজা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ত্যাগ হইয়াগিয়াছে, নিশ্চয় মুর্দা সেগুলি কোনদিন আদায় করিবার সুযোগ পাইবেনা। যাহার কারণে তাহার আজাব ভোগ করিতে হইবে। এই অসহায় অবস্থা হইতে মুর্দাকে বাঁচাইবার জন্য উলামায়ে ইসলাম একটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন যে, প্রত্যেক নামাজ ও রোজার পরিবর্তে একটি করিয়া ফিতরার মূল্য * আল্লাহর প্রতি আশা রাখিয়া দান করিয়া দিবে। যদি কোন মুর্দার জীবনে বহু নামাজ, রোজা ত্যাগ হইয়া যায় এবং উহার ফিদইয়া প্রদান করা অরিসগণের পক্ষে সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সামর্থ অনুযায়ী টাকা পয়সা লইয়া কোন গরীবকে অথবা নিজস্ব কোন আত্মীয়কে দান করিয়া দিবে এবং সে পুণরায় উহাকে দান করিয়া দিবে। যতক্ষন পর্যন্ত মুর্দার ফিদ্‌ইয়া সম্পূর্ণ আদায় না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রকার দেওয়া নেওয়া করিতে থাকিবে। যথা, মুর্দার একশত অয়াক্তের নামাজ ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক অয়াক্তের জন্য একটি ফিতরার মূল্য পাঁচ টাকা হিসাবে ধরিলে একশত অয়াক্তের সমান পাঁচ শত টাকা হইবে। এইবার নিজ সামর্থ অনুযায়ী কিছু টাকা মুর্দার পক্ষ হইতে কাহার দান করিয়া দিবে। এই টাকাটি গ্রহণ করিবার পর সে পূনরায় টাকাটি তাহাকে দান করিয়া দিবে। যতক্ষন পর্যন্ত পাঁচ শত টাকা আদায় না হইবে, ততক্ষন পর্যন্ত এই প্রকার টাকা আদান প্রদান করিতে হইবে। মোট কথা মুর্দার পক্ষ হইতে ফিদইয়া প্রদান করা শরীয়ত সম্মত। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া ৫৩/ ৫৪ পৃষ্ঠা, নুরুল আনওয়ার ৩৯ পৃষ্ঠা) ফিদ্‌ইয়ার মসলাতে উলামায়ে দেওবন্দের দ্বিমত নাই। (ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ ১ম ও ২য় খন্ড ৩৪১ পৃষ্ঠা)

---

* একটি ফিৎরার সমান ২ কিলো প্রায় ৪৭ গ্রাম গমের মূল্য

(আ নওয়ারুল হাদীস ২৬২ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরো কিছু বিক্ষিপ্ত মসলা

জানাজার পর হাত উঠাইয়া দোয়া করা জায়েজ। উলামায়ে দেওবন্দ উহা নাজায়েজ বলিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ৪র্থ খন্ড ও জায়াল হক্ব ১ম খন্ড পাঠ করুন'।

কবরে খেজুরেরশাখা পুঁতিয়া দেওয়া জায়েজ। স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দুইটি কবরে দিয়াছিলেন। (বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৮২ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ৪২পৃষ্ঠা) হজরত বুরাইদা ইবনুল খসীব রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহার কবরে খেজুরের শাখা দিতে অসীয়ত করিয়া ছিলেন (শামী ২য় খন্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা) কোন কোন সাহাবার কবরের মধ্যেও খেজুর শাখা দেওয়া হইয়াছে। (শারহুস সুদুর ৩২ পৃষ্ঠা)

কবরে সিজদাহ করা হারাম। কবর চুম্বনের ব্যাপারে উলামাদিগের মতভেদ রহিয়াছে। অতএব, সাবধানতাহেতু নিষেধ। কমপক্ষে চার হাত দুরে থাকা আদাব। (আহকামে শরীয়ত খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ২৩৪, লেখক ইমাম আহমাদ রেজা)
ইমাম আহমাদ রেজা 'জবদাতুজ জাকিয়া' কিতাবে চল্লিশটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়া প্রমান করিয়াছেন যে, কবরে সিজদাহ করা হারাম ও শির্ক। এতদ সত্বেও দেওবন্দী বেদ্বীনেরা বেরেলবীদিগকে বদনাম করিয়া থাকে যে, উহারা কবরে সিজদাহ করিতে নির্দেশ দিয়া থাকেন।

মসলা ঃ — মুমুর্ষ ব্যক্তির নিকট মহিলা মাসিকের অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারেন। কিন্তু যাহাদের মাসিক ভালো হইয়া গিয়াছে এবং গোসল হয় নাই, তাহাদের উপস্থিত হওয়া উচিৎ নয়। অনুরূপ নাপাক অবস্থায় কোন পুরুষের উপস্থিত হওয়া উচিৎ নয়।

মসলা ঃ — মুমুর্ষ ব্যক্তির নিকটে সুগন্ধ রাখা মুস্তাহাব।

মসলা ঃ — ইন্তেকালের পর বাচ্চা জীবিত থাকিলে পেটের বাম দিক কাটিয়া বাচ্চা বাহির করিতে হইবে। পেটে বাচ্চা মরিয়া গেলে, প্রয়োজন বোধে বাচ্চা কাটিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু বাচ্চা জীবিত থাকিলে, মাতার যতই কষ্ট হউক না কেন বাচ্চাকে কাটিয়া বাহির করা জায়েজ হইবে না।

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — মুর্দাকে গোসল দেওয়ার সময় যদি উহার আকৃতি আলোকিত হইয়া যায় অথবা উহার দেহ হইতে সুগন্ধ বাহির হয় অথবা এই প্রকার আরো কোন ভাল জিনিষ প্রকাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা প্রচার করিতে হইবে। আর যদি কোন খারাপ জিনিষ প্রকাশ হয়। যথা, আকৃতি কালো হইয়া গিয়াছে অথবা দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে অথবা দেহের কোন অঙ্গ বাঁকিয়া গিয়াছে ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রচার করা জায়েজ নয়। অবশ্য কোন বদ্ মাজহাব যথা, ওহাবী দেওবন্দী মরিয়া গেলে এবং উহাদের আকৃতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটিলে, তাহা ভাল করিয়া প্রচার করিতে হইবে। কারণ, উহাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিবে।

মসলা ঃ — মুর্দা ছোট বালক হইলে মহিলা গোসল দিতে পারিবে। অনুরূপ মুর্দা ছোট বালিকা হইলে পুরুষ গোসল দিতে পারিবে।

মসলা ঃ — পুরুষ নাপাক অবস্থায় অথবা মহিলা মাসিকের অবস্থায় গোসল দিলে মাকরুহ হইবে। কিন্তু গোসল হইয়া যাইবে। বিনা অজুতে গোসল দিলে মাকরুহ হইবে না। স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারে।

মসলা ঃ — তালাকে রাজয়ী প্রাপ্তা মহিলা ইদ্দাতের মধ্যে স্বামীকে গোসল দিতে পারে। কিন্তু তালাকে বায়েন প্রাপ্তা মহিলা ইদ্দাতের মধ্যেও স্বামীকে গোসল দিতে পারিবেনা।

মসলা ঃ — স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারিবেনা। অবশ্য খাটিয়া কাঁধে লইতে পারিবে ও কবরে নামাইতে পারিবে এবং মুখও দেখিতে পারিবে।

মসলা ঃ — গোসল দেওয়ার মত কোন মহিলা উপস্থিত না থাকিলে, পুরুষ তায়াম্মুম করাইয়া দিবে, অবশ্য যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করাইয়া দিবে সে এমন একজন ব্যক্তি যে, উহার সহিত মৃতার বিবাহ জায়েজ ছিল না, তাহা হইলে তায়াম্মুম করাইবার সময় হাতে কাপড় জড়াইতে হইবে না। যথা, পিতা পুত্র ভাই প্রভৃতি। আর যদি স্বামী তায়াম্মুম করাইয়া দেয় অথবা এমন ব্যক্তি, যাহার সহিত বিবাহ জায়েজ ছিল, তাহা হইলে হাতে কাপড় জড়াইতে হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — কোন পুরূষ উপস্থিত না থাকিলে, মহিলা মুর্দা পুরূষকে তায়াম্মুম করাইয়া দিবে। অবশ্য মুর্দার সহিত উহার বিবাহ জায়েজ থাকিলে হাতে কাপড় জড়াইতে হইবে। অন্যথায় কাপড় জড়াইতে হইবে না।

মসলা ঃ — পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করাইয়া জানাজার নামাজ পড়াইবে। যদি নামাজের পর দাফনের পূর্বে পানি পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূনরায় গোসল দিতে হইবে এবং নামাজও পড়িতে হইবে।

মসলা ঃ — উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট হিজড়াকে পুরূষ ও মহিলা কেহ গোসল দিতে পারিবে না। বরং তায়াম্মুম করাইতে হইবে। অবশ্য অপরিচিত ব্যক্তি হইলে হাতে কাপড় জড়াইয়া লইবে। উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট হিজড়া কোন পুরুষ অথবা মহিলাকে গোসল দিতে পারিবেনা। উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট হিজড়া শিশু হইলে পুরুষ অথবা মহিলা গোসল দিতে পারিবে।

মসলা ঃ — যদি মুর্দা পানিতে পড়িয়া যায় অথবা মুর্দার উপর পানি বর্ষন হইয়া সমস্ত দেহের উপর পানি বহিয়া যায়, তাহা হইলে গোসল হইয়া যাইবে। কিন্তু জীবিতরা যতক্ষন পর্যন্ত উহাকে গোসল না দিবে, ততক্ষন পর্যন্ত উহাদের জিম্মায় অয়াজিব থাকিয়া যাইবে। অতএব, যদি পানিতে ডুবিয়া যাওয়া মুর্দাকে গোসলের নিয়াতে একবার নাড়াচাড়া করা হয়, তাহা হইলে অয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি তিনবার নাড়াচাড়া করা হয়, তাহা হইলে সুন্নাত আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি বিনা নিয়াতে গোসল দেওয়া হয়, তাহা হইলে অয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু সওয়াব পাওয়া যাইবে না। যেমন কোন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দ্যেশে মুর্দাকে গোসল দেওয়া হইল, ইহাতে অয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু সওয়াব পাওয়া যাইবে না।

মসলা ঃ — নাবালেগ অথবা কাফের গোসল দিলে গোসল আদায় হইয়া যাইবে। অনুরূপ কোন অপরিচিতা মহিলা পুরূষকে অথবা পুরূষ কোন মহিলাকে গোসল দিলে গোসল আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের গোসল দেওয়া নাজায়েজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পুর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — যদি মুসলমান মুর্দার দেহের অর্ধাংশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে গোসল ও কাফন দিতে হইবে এবং জানাজাও পড়িতে হইবে। ইহার পর বাকী অংশটুকু পাওয়া গেলে, উহার প্রতি জানাজা পড়িতে হইবে না।

মসলা ঃ — দেহের অর্ধাংশের সহিত যদি মাথা থাকে, তাহা হইলে গোসল, কাফন ও জানাজা পড়িতে হইবে। আর যদি মাথা না থাকে অথবা লম্বায় মাথা হইতে পা পর্যন্ত ডান দিক অথবা বাম দিকের কেবল একটা অংশ পাওয়া গেলে গোসল, কাফন ও নামাজ কিছুই নাই। কেবল একটি কাপড়ে জড়াইয়া দাফন করিয়া দিতে হইবে।

মসলা ঃ — যদি মুর্দার মধ্যে মুসলমান হইবার নির্দশন পাওয়া যায়, অথবা মুসলমানদের বস্তীতে মুর্দাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে গোসল ও নামাজ পড়িতে হইবে। অন্যথায় কিছুই করিতে হইবে না।

মসলা ঃ — যদি মুসলমান মুর্দা কাফের মুর্দার সহিত মিশিয়া যায় এবং খাৎনা ইত্যাদি নির্দশন দেখিয়া যদি মুসলমানকে চেনা সম্ভব হয়, তাহা হইলে মুসলমান মুর্দাকে পৃথক করিয়া গোসল, কাফন ও নামাজ সব কিছু পালন করিতে হইবে। আর যদি মুসলমানকে চেনা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সবাইকে গোসল দিতে হইবে এবং জানাজার নামাজে কেবল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দোয়া পাঠ করিবে। আর যদি মুসলমান মুর্দার সংখ্যা বেশি হয়, তাহা হইলে মুসলমানদের কবর স্থানে দাফন করিবে, অন্যথায় নয়।

মসলা ঃ — আসল কাফের মুর্দার জন্য গোসল, কাফন ও দাফন কিছুই নাই। মুসলমান উহাকে ছুঁইতে পারিবে না এবং উহার সমাধিস্থ করিতে যাইতে পারিবে না। যদি উহার স্বধর্মীয় কোন মানুষ না থাকে অথবা উহাকে লইয়া না যায়, তাহা হইলে কেবল একটি কাপড়ে জড়াইয়া পুঁতিয়া দিবে। যদি কোন মুসলমান প্রতিবেশি হিসাবে কোন কাফেরের শেষ ক্রিয়াতে অংশ গ্রহন করে, তাহা হইলে দুরে দুরে থাকিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পুর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — যদি কোন মুসলমান কোন কাফেরের আত্মীয় হয় এবং উহার স্বধর্মীয় কোন মানুষ সেখানে না থাকে অথবা উহাকে গ্রহণ না করে তাহা হইলে আত্মীয়তার দিক দিয়া গোসল, কাফন ও দাফন করা জায়েজ। কিন্তু কোন জিনিষ সুন্নাত মোতাবিক করিবে না। কেবল অপবিত্র ধুইবার ন্যায় পানি ঢালিয়া দিবে এবং কাপড়ে জড়াইয়া সংকীর্ণ গর্ত্তে পুঁতিয়া দিবে।

মসলা ঃ — মুর্তাদ যথা, কাদিয়ানী, ওহাবী ও দেওবন্দী মরিয়া গেলে মূলতঃ উহার গোসল, কাফন ও দা ফন কিছুই নাই। বরং কুকুরের ন্যায় কোন সংকীর্ণ গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিয়া পুঁতিয়া দিতে হইবে।

মসলা ঃ — মুর্দার গোসল দেওয়ার জন্য নতুন বালতী, বদনা ইত্যাদি ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। পুরাতন ব্যবহৃত বদনা বালতী ইত্যাদি দ্বারা গোসল দেওয়া জায়েজ। মুর্দার গোসলের পর বালতী, বদনা প্রভৃতি জিনিষগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা নাজায়েজ — হারাম। অবশ্য সওয়াবের উদ্দেশ্যে ঐ জিনিষগুলি মাসজিদ, মাদ্রাসায় অথবা কোন গরীবকে দান করিয়া দিলে সওয়াব হইবে। ইচ্ছা করিলে নিজেরাও ব্যবহার করিতে পারিবে।

মসলা ঃ — প্রয়োজন মোতাবিক কাফন দেওয়ার সামর্থ থাকিলে, সুন্নাত মোতাবিক কাফন দেওয়ার জন্য ভিক্ষা করা জায়েজ নয়। পুরূষের জন্য তিনটি এবং মহিলার জন্য পাঁচটি কাপড় দেওয়া সুন্নাত। উড়নী তিন হাত অর্থাৎ দেড় গজ হইতে হইবে। সিনাবন্দ স্তন্য হইতে নাভী পর্যন্ত হইবে। রান পর্যন্ত থাকা উত্তম।

মসলা ঃ — বিনা চাওয়ায় যদি কোন মুসলমান সুন্নাত মোতাবিক কাফন পূর্ণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ, পূর্ণ সওয়াব পাইবে।

মসলা ঃ — যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুর্দাকে সাদা কাফন দিতে নির্দেশ করিয়াছেন, সেহেতু সাদা কাফন দেওয়া উত্তম। কাফন খুব ভালো দেওয়া উচিৎ। কারণ, হাদীস পাকে আছে, মুর্দারা একে অপরের সহিত সাক্ষাত করিয়া থাকে এবং ভালো কাফনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — কুসুমী রং অথবা জাফরানে রঙানো অথবা রেশমের কাফন পুরুষের জন্য জায়েজ নয়। স্ত্রী লোকের জীবিত অবস্থায় যে কাপড় পরিধান করা জায়েজ, ঐ কাপড় দিয়া উহাকে কাফন দেওয়া জায়েজ।

মসলা ঃ — ১২বৎসর বয়সের বালক এবং ৯ বৎসর বয়সের বালিকাকে সামর্থ থাকিলে পূর্ণ কাফন দিবে। ইহার কম বয়সের বালকের একটি কাপড় এবং বালিকার দুইটি কাপড় দিতে পারে। এক দিনের হইলেও উভয়কে পূর্ণ কাফন দেওয়া উত্তম।

মসলা ঃ — কাফনের কাপড় যদি ভিক্ষা করা হয় এবং যদি কিছু বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে যে দান করিয়াছে তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। আর যদি উহাকে জানা না যায়, তাহা হইলে কোন গরীবের কাফনে খরচ করিয়া দিবে। অন্যথায় সাদকা করিয়া দিবে।

মসলা ঃ — যদি বহু মানুষের চাঁদায় কাফন ক্রয় করা হয় এবং কিছু বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে চাঁদা প্রদানকারীদের অনুমতি মোতাবিক খরচ করিতে হইবে। আর যদি ইহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে সাদকা করিয়া দিবে।

মসলা ঃ — যদি মুর্দাকে কোন জন্তু খাইয়া ফেলে এবং কাফন পাওয়া যায়, তাহা হইলে যদি মুর্দার পয়সার কাফন হয়, তাহা হইলে উহা মুর্দার সম্পত্তিতে গণ্য হইবে এবং প্রত্যেক অয়ারিস উহার মালিক হইবে। আর যদি কোন আত্মীয় অথবা অপরিচিত কোন ব্যক্তি দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা ইহার মালিক হইবে।

মসলা ঃ — স্ত্রী লোকের কাফন পরাইয়া উহার মাথার চুল দুই ভাগ করিয়া কাফনের উপরে সিনার উপর ফেলিয়া দিবে। উড়নী অর্ধ পিঠের নিচে হইতে বিছাইয়া মাথার উপর আনিয়া মুখের উপর বোরখার মত ফেলিয়া দিবে, যাহাতে সিনার উপর থাকে। কারণ, উড়না অর্ধ পিঠ হইতে সিনা পর্যন্ত লম্বা এবং এক কান হইতে অপর কানের পাতা পর্যন্ত চওড়া হয়। জীবিত অবস্থায় যে উড়না ব্যবহার করিয়া থাকে, ঐ প্রকার ছোট উড়না মুর্দাকে দেওয়া সুন্নাতের খেলাফ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — জাফরান মিশ্রিত কোন সুগন্ধ পুরুষের দেহে দেওয়া জায়েজ নয়। অবশ্য উহা স্ত্রী লোকের জন্য জায়েজ রহিয়াছে।

মসলা ঃ — কাফন মুড়িবার সময় প্রথম বাম দিক তার পর ডান দিক মুড়িবে। মোট কথা ডান দিকের কাফন উঁচুতে থাকিবে। অবশ্য ডাহিন ও বাম বলিতে মুর্দার ডাহিন ও বাম ধরিতে হইবে।

মসলা ঃ — আমাদের দেশে সাধারণতঃ একটি কাপড়ের উপরে দাঁড়াইয়া ইমাম সাহেব জানাজার নামাজ আদায় করিয়া থাকেন। পরে কাপড়টি ইমাম সাহেবকে অথবা অন্য কোন গরীবকে দান করিয়া দেওয়া হয়। যদি কাপড়টি মুর্দার পয়সায় ক্রয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত অয়ারিসগণ অনুমতি দিলে জায়েজ হইবে। অন্যথায় জায়েজ হইবে না। আর যদি অয়ারিসগণের মধ্যে কেহ নাবালেগ থাকে এবং সে অনুমতি দেয়, তবুও জায়েজ হইবে না। এই অবস্থায় যে ব্যক্তি মুর্দার পয়সায় কাপড়টি ক্রয় করিয়াছে এবং দান করিয়াছে তাহাকে ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে। খুব সাবধান, নাবালেগ অয়ারিসের মাল খরচ করা হারাম। অবশ্য অন্য কোন মানুষ কাপড়টি ক্রয় করিলে এবং দান করিয়া দিলে জায়েজ হইবে।

মসলা ঃ — মুর্দার জন্য মীলাদ শরীফ, কালেমা শরীফ ও কোরআন শরীফ খতম করিয়া সওয়াব রেসানী করা জায়েজ। বেদ্বীন ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগীরা এই গুলি নাজায়েজ বলিয়া থাকে। এই গোমরাহ ফিরকাহ গুলি জিন্দা ও মুর্দা উভয়ের দুশমন।

মসলা ঃ — চল্লিশ সংখ্যাটির একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে। ইন্তেকালের ঠিক চল্লিশ দিনে ইসালে সওয়াব করা জায়েজ।

মসলা ঃ — মুর্দার উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে দাওয়াত করিয়া যে খানা দেওয়া হয় উহা কঠিন হারাম। অবশ্য ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে গরীব মিসকীনকে খানা দেওয়া জায়েজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — নাবালেগ অয়ারিসের পয়সায় খানা দেওয়া, খতম দেওয়া ও ইসালে সওয়াব করা জায়েজ নয়। বালেগ অয়ারিসগণ নিজেদের মাল থেকে খরচা করিতে পারে।

মসলা ঃ — মুর্দার অসীয়ত থাকিলে, তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার পর অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশ হইতে অসীয়ত পূর্ণ করিতে হইবে।

মসলা ঃ — মুর্দাকে চল্লিশ কদম লইয়া গেলে চল্লিশটি কাবীরাহ গোনাহ মাফ হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেহেতু প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিৎ।

মসলা ঃ — মুর্দা খুব বাচ্চা হইলে পরস্পর হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি হাতে করিয়া লইয়া যাইতেও পারে। বাচ্চা বেশ বড় হইলে খাটিয়াতে লইয়া যাইবে।

মসলা ঃ — জানাজার পিছনে পিছনে যাওয়া উত্তম। পাশে যাওয়া ঠিক নয়। যদি কেহ সামনে যায়, তাহা হইলে এত দুরে দুরে যাইবে যে, জানাজার সঙ্গী বলিয়া মনে না হয়।

মসলা ঃ — জানাজার সঙ্গে মহিলাদের যাওয়া জায়েজ নয়।

মসলা ঃ — জানাজার সহিত যাহারা যাইবে, তাহাদের জন্য হাসি ঠাট্টা করা, দুনইয়ার কথা বলা জায়েজ নয়।

মসলা ঃ — জানাজার সহিত আস্তে অথবা জোরে জিকর ও কালেমা প্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে যাইবে।

মসলা ঃ — যতক্ষন পর্যন্ত জানাজা রাখা না হইবে, ততক্ষন পর্যন্ত সঙ্গী দের বসা মাকরুহ। রাখিবার পর বিনা প্রয়োজনে দাঁড়াইয়া থাকিবেনা। যদি মানুষ বসিয়া থাকে এবং নামাজের জন্য জানাজা সেখানে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে যতক্ষন পর্যন্ত জানাজা রাখা না হইবে ততক্ষন পর্যন্ত কেহ দাঁড়াইবেনা। অনুরূপ বসিয়া থাকা মানুষদের নিকট হইতে জানাজা অতিক্রম করিলে উঠিয়া দাঁড়ানো জরুরী নয়। অবশ্য যাহারা সঙ্গে যাইতে চাহিবে, তাহারা উঠিয়া যাইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — জানাজা রাখিবার সময় পা অথবা মাথা কিবলার দিকে রাখিবেনা বরং এমন ভাবে রাখিবে, যাহাতে ডান দিকে কিবলা থাকে।

মসলা ঃ — জানাজার সঙ্গে যাহারা থাকিবে, তাহাদের নামাজ না পড়িয়া চলিয়া আসা উচিৎ নয়। নামাজের পর অলীদিগের অনুমতি লইয়া ফিরিতে পারে। অবশ্য দাফনের পর অলীর অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই।

মসলা ঃ — মুর্দা যদি প্রতিবেশি হয় অথবা আত্মীয় হয় অথবা কোন নেক ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে তাহার জানাজার সহিত যাওয়া নফল নামাজ অপেক্ষা উত্তম।

মসলা ঃ — যদি কেহ জুতা পরিধান করিয়া জানাজার নামাজ পড়ে, তাহা হইলে জুতা এবং উহার নিচের মাটি পাক হইতে হইবে। অন্যথায় নামাজ হইবে না। আর যদি কেহ জুতার উপর দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ে, তাহা হইলে জুতা পাক হইতে হইবে। অন্যথায় নামাজ হইবে না।

মসলা ঃ — অজু অথবা গোসল করিতে গেলে যদি জানাজা না পাইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে তায়াম্মুম করিয়া নামজ পড়িয়া লইবে।

মসলা ঃ — জানাজার নামাজে ইমামের বালেগ হওয়া শর্ত। নাবালেগ হইলে নামাজ হইবেনা।

মসলা ঃ — মুর্দা উহাকে বলা হয়, যে জীবিত পয়দা হইয়া মরিয়া গিয়াছে। যদি জীবিত অবস্থায় অর্ধাংশের কম বাহির হইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে জানাজা পড়িতে হইবেনা।

মসলা ঃ — যদি ছোট বাচ্চার পিতা মাতা উভয়েই মুসলমান হয় অথবা কোন একজন মুসলমান হয়, তাহা হইলে বাচ্চাকে মুসলমান ধরিতে হইবে এবং উহার জানাজা পড়িতে হইবে। পিতা মাতা উভয়েই কাফের হইলে জানাজা পড়িতে হইবেনা।

মসলা ঃ — কাফন পরাইবার পূর্বে নাপাক বাহির হইলে ধুইয়া ফেলিবে। পরাইবার পর বাহির হইলে ধুইবার প্রয়োজন নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — মুর্দার সম্পূর্ণ দেহ অথবা অধিকাংশ দেহ অথবা অর্ধাংশ দেহ মাথা সহ উপস্থিত থাকিলে জানাজার নামাজ হইবে। অন্যথায় নয়।

মসলা ঃ — অনুপস্থিত মুর্দার জানাজার নামাজ হইবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অনেক অনুপস্থিতমুর্দার জানাজার নামাজ পড়াইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। আমাদের জন্য নয়।

মসলা ঃ — মুর্দা মাটিতে থাক অথবা হাতের উপর থাক, নিকটে থাকিতে হইবে। যদি মুর্দা কোন জানোয়ার ইত্যাদির পিঠে থাকে, তাহা হইলে নামাজ হইবে না।

মসলা ঃ — লাশ মুসাল্লার সামনে কিবলার দিকে থাকিবে। যদি মুসাল্লার পশ্চাতে থাকে, তাহা হইলে নামাজ সহীহ হইবে না। আর যদি লাশ উল্টে করিয়া রাখা হয় অর্থাৎ ইমামের ডান দিকে মুর্দার পা রাখা হয়, তাহা হইলে নামাজ হইয়া যাইবে কিন্তু ইচ্ছাকৃত এই প্রকার করিলে গোনাহগার হইবে।

মসলা ঃ — মুর্দা একটি হইলে উহার দেহের কোন একটি অংশ ইমামের সোজা থাকিলে হইবে। আর যদি একাধিক মুর্দা হয়, তাহা হইলে কোন একটির দেহের একাংশ ইমামের সোজা থাকিলে যথেষ্ট হইবে।

মসলা ঃ — একই মুর্দার একাধিকবার নামাজ পড়া নাজায়েজ। অবশ্য অলীর বিনা অনুমতিতে যতবার নামাজ হউক না কেন, অলী ইচ্ছা করিলে পুনরায় নামাজ পড়িতে পারেন। হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমা তুল্লাহি আলাইহির ছয়বার জানাজা হইয়াছিল। সর্ব শেষ জানাজা পড়িয়া ছিলেন তাঁহার পুত্র হজরত হাম্মাদ।

মসলা ঃ — জানাজার নামাজে সালাম ফিরাইবার সময় ফিরিশ্‌তা, মুসাল্লী ও মুর্দার নিয়াত করিতে হইবে।

মসলা ঃ — ইমামাতের অধিকার প্রথম ইসলামী বাদশার, তারপর শরীয়তের কাজীর, তারপর জুমার ইমামের, তারপর মহল্লার ইমামের। অবশ্য মহল্লার ইমাম অপেক্ষা অলী আফজাল হইলে অলীর ইমামাত উত্তম হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — মুর্দার পিতা ও পুত্র থাকিলে পিতার অগ্রাধিকার হইবে। অবশ্য যদি পিতা আলেম না হয় এবং পুত্র যদি আলেম হয়, তাহা হইলে নামাজের জন্য পুত্রের অগ্রাধিকার হইবে। মহিলা ও বাচ্চা জানাজার নামাজের অলী হইতে পারিবে না। ওহাবী দেওবন্দীর জানাজা পড়া অথবা উহাদের দ্বারায় জানাজা পড়ানো হারাম।

মসলা ঃ — যদি মুর্দা অসীয়ত করিয়া যায় যে, অমুক আমাকে গোসল দিবে অথবা অমুক জানাজা পড়াইবে। এই অসীয়ত পালন করা অলীর জন্য অয়াজিব নয়। অলী ইচ্ছা করিলে নিজেই গোসল দিতে ও জানাজা পড়াইতে পারে অথবা যাহাকে অসীয়ত করিয়া গিয়াছে, তাহাকে অনুমতি দিতে পারে।

মসলা ঃ — যদি ইমাম পাঁচ তাকবীর বলিয়া দেয়, তাহা হইলে মুক্তাদী শেষ তাকবীরে ইমামের অনুসরণ করিবেনা। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। যখন ইমাম সালাম ফিরাইবে তখন উহার সহিত সালাম ফিরাইবে।

মসলা ঃ —যে ব্যক্তি ইমামের সহিত সমস্ত তাকবীর পায় নাই, সে ইমামের সালাম ফিরাইবার পর বাকী তাকবীর গুলি পাঠ করিবে। দুয়া গুলি পাঠ করিতে গেলে যদি মুর্দাকে কাঁধে উঠাইবার আশংকা হয়, তাহা হইলে দুয়া পাঠ করিতে হইবেনা। কেবল তাকবীর গুলি পাঠ করিবে।

মসলা ঃ — যে ব্যক্তি চতুর্থ তাকবীরের পর আসিবে, সে ইমামের সালাম ফিরাইবার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত সামিল হইতে পারিবে এবং ইমামের সালামের পর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলিবে।

মসলা ঃ — যে ব্যক্তি ইমামের প্রথম তাকবীরের সহিত আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কোন কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীর ত্যাগ হইয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় ইমামের চতুর্থ তাকবীর বলিবার পূর্বে ঐ তাকবীর গুলি বলিয়া নিবে।

মসলা ঃ — জানাজার নামাজে দুয়ার উদ্দেশ্যে সূরায় ফাতেহা পাঠ করা জায়েজ।

মসলা ঃ — একাধিক মুর্দার জানাজা এক সঙ্গে পড়া জায়েজ। পৃথক পৃথক পড়া উত্তম। যিনি সব চাইতে উত্তম হইবেন, তাহার জানাজা প্রথম হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পুর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — কোন জিনিষের মধ্যে মুর্দা চাপা পড়িয়া গিয়াছে অথবা কুঁয়াতেপড়িয়া গিয়াছে। যদি বাহির করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সেখানেই জানাজা পড়িতে হইবে। কিন্তু মুর্দা নদীতে ডুবিয়া গেলে বাহির করা সম্ভব না হইলেও জানাজা পড়িতে হইবে না।

মসলা ঃ — এক সঙ্গে একাধিক মুর্দার জানাজা হইলে সবার উত্তম ব্যক্তিকে ইমামের সামনে রাখিতে হইবে। এই প্রকারে পরস্পর রাখিতে হইবে। সবাই একই প্রকারের হইলে, যাহার বয়স বেশি হইবে, তাহাকে ইমামের সামনে রাখিতে হইবে।

মসলা ঃ — মুর্দা বিভিন্ন প্রকার হইলে, প্রথম পুরুষ, তারপর শিশু তারপর হিজড়া, তারপর মহিলা, তারপর মুরাহিক অর্থাৎ যে পুর্ণ বালেগ হয় নাই।

মসলা ঃ — যদি কোন কারণে একই প্রকার একাধিক মুর্দাকে একই কবরে দাফন করা হয়, তাহা হইলে সবার উত্তম ব্যাক্তিকে কিবলার দিকে রাখিতে হইবে। আর যদি মুর্দা বিভিন্ন প্রকার হয়, তাহা হইলে কিবলার দিক হইতে প্রথমে পুরুষকে রাখিবে, তার পর শিশু, তার পর হিজড়া, তার পর মহিলা, তার পর মুরাহিক।

মসলা ঃ — জানাজা নামাজে ইমামের অজু নষ্ট হইয়া গেলে, অন্যকে খলীফা করা জায়েজ।

মসলা ঃ — অমুসলিম মহিলার পেট হইতে মুসলমানের সন্তান থাকা অবস্থায় যদি মেয়েটি মরিয়া যায় এবং উহাকে দাফন করা হয়, তাহা হইলে কিবলার দিকে পিছন করতঃ বাম কাতে পূর্ব মুখি করিয়া শোয়াইতে হইবে। তাহা হইলে সন্তানের মুখ কেবলার দিকে হইয়া যাইবে।

মসলা ঃ — জুমার দিন ইন্তেকাল হইলে এবং জুমার পূর্বে দাফন করা সম্ভব হইলে জুমার পূর্বে দাফন করাই ভাল। বেশি মানুষ হইবার ধারণায় বিলম্ব করা মাকরুহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পূর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — বিনা জানাজায় দাফন হইয়া গেলে, যতদিন পর্যন্ত ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা না হয়, ততদিন পর্যন্ত কবরের নিকট জানাজা পড়িতে হইবে। ইহার নির্ধারিত কোন সময় সীমা নাই। কারণ, অনেক স্থানে শীঘ্র ফাটিয়া যায়। আবার অনেক স্থানে ফাটিতে বিলম্ব হইয়া থাকে। শীতকালে ফাটিতে বিলম্ব হয়। গরম কালে শীঘ্র ফাটিয়া যায়। মুর্দা মোটা হইলে শীঘ্র ফাটিয়া যায়। মুর্দার স্বাস্থ্য ক্ষীণ হইলে ফাটিতে বিলম্ব হয়।

মসলা ঃ — মাসজিদে জানাজার নামাজ মাকরুহ তাহরিমী। ঈদ্ গাহে জায়েজ।

মসলা ঃ — মাগরিবের নামাজের সময় জানাজা আসিলে ফরজ ও সুন্নাত পড়িয়া জানাজা পড়িবে। অন্য ফরজ নামাজের সময় আসিলে, যদি জামায়াত আরম্ভ হইবার সময় হয়, তাহা হইলে ফরজ ও সুন্নাত পড়িয়া জানাজা পড়িবে। অবশ্য মুর্দার দেহ খারাপ হইবার আশঙ্কা থাকিলে প্রথমে জানাজা পড়িয়া লইবে।

মসলা ঃ — ঈদের নামাজের সময় জানাজা আসিলে প্রথমে ঈদের নামাজ, তার পর জানাজা, তার পর খুৎবাহ। গ্রহণের নামাজের সময় আসিলে প্রথমে গ্রহণের নামাজ, তার পর জানাজা ।

মসলা ঃ — কবরে কিছু বিছাইয়া দেওয়া জায়েজ নয়। মুর্দাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দাফন করা মাকরূহ। অবশ্য প্রয়োজনে জায়েজ রহিয়াছে। যথা, মাটি খুবই নরম। সিন্দুকে ভরিয়া দাফন করিলে প্রথমে মাটি বিছাইয়া দেওয়া সুন্নাত। কবরের মাটি নরম হইলে ধূলা বিছাইয়া দেওয়া সুন্নাত। কাফনের বাঁধন না খুলিলে কোন দোষ নাই।

মসলা ঃ — দাফনের পর কবরের উপর পানি দেওয়া জায়েজ। অনেক স্থানে মাথার দিকে সামান্য পানি দিয়া পায়ের দিকে সমস্ত পানি ঢালিয়া দিয়া থাকে, ইহা ঠিক নয়। সব জায়গায় সমান দিবে।

মসলা ঃ — কবর অর্ধ হাতের বেশি উঁচু হইবে না। মরণের পূর্বে কবর তৈরি করিয়া রাখা অর্থহীন। অবশ্য কাফন ক্রয় করিয়া রাখিতে পারে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ দাফনের পুর্বাপর ঃ

মসলা ঃ — আউলিয়ায় কিরামগণের মাজারের উপর চাদর দেওয়া জায়েজ। (তাফসীরে রুহুল বা-ইয়ান ৩য় খন্ড ৪০০ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতার ৬ খন্ড৩৬৩ পৃষ্ঠা)

মসলা ঃ — কবর স্থানে মিষ্টান্ন বিতরণ করা আদৌ উচিৎ নয়। চাউল, ডাল ও পয়সা দান করা ভাল।

মসলা ঃ — যে গ্রামে অথবা যে শহরে ইন্তেকাল হইয়াছে, সেখানকার কবর স্থানে দাফন করা মুস্তাহাব। দাফনের পর স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ। বিনা অনুমতিতে অপরের মাটিতে দাফন করিলে, মালিক মুর্দাকে বাহির করিয়া দিতে পারে অথবা কবরকে সমান করিয়া দিয়া চাষ করিতে পারে। অনুরূপ চুরি করা কাপড়ে কাফন দিলে, মালিক মুর্দাকে কবর হইতে বাহির করিতে পারে। কোন অয়ারিস কোন অয়ারিসের অনুপস্থিতিতে মুর্দাকে অলংকার সহ দাফন করিয়া দিলে অনুপস্থিত অয়ারিস কবর খুঁড়িতে পারে। কবরে কাহার কিছু মাল পড়িয়া গেলে দাফনের পর স্মরণ হইলে কবর হইতে বাহির করিতে পারে, যদিও উহার মূল্য এক দিরহাম হয়।

মসলা ঃ — কবরের উপর হইতে হাঁটিয়া আত্মীয়ের কবরের নিকট যাওয়া নিষেধ। অনেক উলামা মহিলাদের জিয়ারতে যাওয়া জায়েজ বলিয়াছেন। বুড়ি বর্কাত হাসেলের জন্য অলীদের কবরে যাইতে পারে। কিন্তু যুবতীদের জন্য নিষেধ। ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমাহ মহিলাদের জিয়ারতে যাওয়া মুলতঃ নাজায়েজ বলিয়াছেন।

মসলা ঃ — মুর্দার নামাজ, রোজার পরিবর্ত্তে কোরআন শরীফ দান করিয়া দিলে সম্পূর্ণ ফিদ্‌ইয়া আদায় হইবে না। অবশ্য কোরআন শরীফের মূল্যের পরিমান ফিদ্‌ইয়া আদায় হইয়া যাইবে।

মসলা ঃ — মরণ বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত শান্তনা দিতে যাওয়া সুন্নাত। ইহার পর মাকরুহ। শোক পালনের জন্য কালো কাপড় পরিধান করা নাজায়েজ। তিন দিনের বেশি শোক জায়েজ নয়। কিন্তু স্বামীর ইন্তেকালে স্ত্রী চার মাস দশদিন শোক পালন করিবে।

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে পার্থক্য

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে বহু মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে। সুন্নীগণ যে আক্বীদাহ্ বা ধারণাগুলিকে ঈমান মনে করিয়া থাকেন, সেগুলিকে শির্ক ও কুফ্র বলিয়া থাকে। যেহেতু আক্বীদাহ্ বা ধারণা সব সময়ে বোঝা যায় না, সেহেতু সুন্নী ভায়েরা অনেকসময়ে ধোকায় পড়িয়া যান। এইজন্য এখানে কিছু আমলী কথা লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, যাহাতে তাহাদের চিনিতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। অবশ্য কিছু কিছু মসলা সুন্নী ভাইদেরও বিপরীত মনে হইবে। এই প্রকার কোন মসলা যখন সামনে চলিয়া আসিবে, তখন বিভ্রান্ত না হইয়া অন্য নির্ভরযোগ্য সুন্নী আলেমের সহিত যোগাযোগ করিয়া মসলাটি যাঁচাই করিবার চেষ্ট করিবেন। যদি মসলাটি সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে খবরদার! খবরদার! এতদিন ছিল না, এখন নতুন নতুন মসলা বাহির হইতেছে ইত্যাদি বলিয়া কোন প্রকার মতভেদ সৃষ্টি করিবেন না। অন্যথায় একতা নষ্ট হইয়া যাইবে। সুন্নীয়াত দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া পড়িবে। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি সুন্নী আলেমদিগের প্রতি রাগ করিয়া ওহাবী হইয়া যাইতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সত্য জিনিষ মানিবার তৌফিক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

(১) মাগরিব ছাড়া সমস্ত আজান ও জামায়াতের মাঝখানে 'সলাত' পাঠ করুন। ইহা জায়েজ। ফিক্হের কিতাবে এই মসলাকে তাসবীব বলা হইয়া থাকে। আজকাল অধিকাংশ মসজিদে ওহাবীরা জামায়াতের পূর্বে টাইম বলিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু হুজুর পাকের প্রতি দরুদ, সালাম পাঠ করিতে রাজি নয়। নিম্নের ভাষায় সলাত পাঠ করা উত্তম— আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ ইত্যাদি।

(২) তাকবীরের সময় অবশ্যই বসিয়া থাকিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত 'হাইয়ালাস্ সলাহ্' অথবা 'হাইয়ালাল ফালহ্' না বলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াইবেন না। দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা মাকরূহ ও হাদীস বিরোধী কাজ। ইহা বর্তমানে সুন্নী, ওহাবীদের মধ্যে আলামত হইয়া গিয়াছে। সুন্নীগণ বসিয়া থাকেন এবং ওহাবীরা দাঁড়াইয়া থাকে।

(৩) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সালাম ফিরাইবার পর ইমাম সাহেব ডান দিক অথবা বাম দিক ঘুরিয়া বসিবেন। ইহাই সঠিক — হাদীস সম্মত। কিন্তু ওহাবীরা কেবল ফজর ও আসরে ঘুরিয়া থাকে।

(৪) সমস্ত ওয়াক্তের আজান মুখে হউক অথবা মাইকে হউক, মসজিদের বাহিরে দিতে হইবে। এমনকি জুমার দিন খুতবার আজানও মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। ওহাবীরা সমস্ত আজান মসজিদের ভিতরে দিয়া থাকে।

(৫) আজানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নাম শুনিলে দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবেন। ইহা মুস্তাহাব। হাদীস পাকে ইহার প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। ইহার দুয়া — 'আন্‌তা কুর্রাতু আঁয়নী ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌। হাদীস সম্মত এই কাজটি ওহাবীরা বিদ্রুপ করিয়া থাকে।

(৬) মসজিদে মসজিদে মীলাদ কিয়াম ব্যাপকভাবে চালু করিয়া দিন। বিশেষ করিয়া ফজর ও জুমার নামাজের পর চালু করিয়া দিন। ইন্‌শা আল্লাহ ওহাবীদের থেকে আপনাদের মসজিদ পবিত্র হইয়া যাইবে।

(৭) দাফনের পর কবরের নিকট আজান দিন। ইহা মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাবের জগত বিখ্যাত কিতাব রদ্দুল মুহ্‌তারের মধ্যে এই আজানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সুন্নী উলামায় কিরাম তাহাদের নিজ নিজ কিতাবে দাফনের পর আজানের বিবরণ দিয়াছেন। যথা — বাহারে শরীয়ত, কানূনে শরীয়ত, নিজামে শরীয়ত, আনওয়ারে শরীয়ত, আনওয়ারুল হাদীস, জান্নাতী জেওর, নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী, মিরাতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি দাফনের পর আজান সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র রিসালা লিখিয়াছেন — 'ইজানুল আজার ফি আজানিল কবর'। ওহাবী সম্প্রদায় দাফনের পর আজান দেওয়ার ঘোর বিরোধী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের কলমে প্রকাশিত

(১) — কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(২) — মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম
(৩) — সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৪) — সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৫) — দুয়ায় মুস্তফা
(৬) — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(৭) — 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(৮) — সেই মহানায়ক কে?
(৯) — কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
(১০) — তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১১) —'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
(১২) — 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
(১৩) — 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৪) — মাসায়েলে কুরবানী
(১৫) — হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৬) — নারীদের প্রতি এক কলম
(১৭) — সম্পাদকের তিন কলম
(১৮) — সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(১৯) —'সুন্নী কলম' পত্রিকা — তিনটি সংখ্যা
(২০) — তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২১) — নফল ও নিয়্যাত
(২২) — দাফনের পূর্বাপর
(২৩) — 'আল্ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২৪) — বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৫) — ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ
(২৬) - ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী

pdf By Syed Mostafa Sakib